CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-47 ■ 21 November, 2025 ■ আগরতলা ২১ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শরিকি সংঘর্ষ থামছে না

রণক্ষেত্রের রূপ নিল খুমলুঙ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। খুমলুঙে ফের রাজনৈতিক অশান্তি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয় স্থানীয় বিজেপি দলীয় কার্য্যালয়ে। মুহূর্তে ছাই হয়ে যায় পুরো অফিস। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ। দাবি উঠেছেএই হামলার পিছনে তিপ্রা মথার কর্মীরাই জড়িত। একই সন্ধ্যায় জয় কৃষ্ণ কবরা পাড়ায় বিজেপি কর্মী শহীদ দেববর্মার বাড়িতেও হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সাম্প্রতিককালে শাসক দল বিজেপি ও শরিক দল তিপ্রা মথার সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গোটা রাজ্য। অভিযোগ - পাল্টা অভিযোগ, অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোনো না কোনো জায়গায় শোনা যাচ্ছে। কান পাতলেই শাসক ও শরিক দলের মধ্যে কোন্দল প্রকাশ্যে ভেসে আসছে। একে অপরকে দোষারোপ করছেন শীর্ষ নেতৃত্ব এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে খুমলুঙ এলাকা। সেখানে প্রথমে সকালে এক ব্যক্তির দোকানের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। কিন্তু সন্ধ্যায় সেখানে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুলিশ কঠোর নিরাপত্তার চাদরে এলাকা মুরে দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খুমলুঙে বিজেপি-র দলীয় কার্য্যালয় জ্বালিয়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোথায় দমকল কর্মীরা এবং পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রধান শাসক দলের দলীয় কার্য্যালয়। অভিযোগের তীর শরিক দল তিপরা মথার দিকে। এদিকে একই সন্ধ্যায় জয় কৃষ্ণ কবরা পাড়ায় বিজেপি কর্মী শহিদ দেববর্মার বাড়িতে চাঞ্চল্যকর হামলার অভিযোগ উঠেছে তিপ্রা মথার কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওইদিন সন্ধ্যায় শহিদ দেববর্মা বাড়িতে না থাকায় একদল দুষ্কৃতী হঠাৎই তার বাড়িতে চড়াও হয়। অভিযোগ, হামলাকারীরা ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে টিভি, ফ্রিজ, ইনভার্টারসহ সব আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। শহিদ দেববর্মার স্ত্রী জানান, তিনি হামলাকারীদের পায়ে পড়ে থামানোর চেষ্টা করলেও তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা এবং ঘরে আরও ভাঙচুর চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাধাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। পরে জিরানিয়া মহকুমার এসডিপিও, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত এসপি হিমাদ্রি দাসসহ পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে টহল জোরদার করে। বর্তমানে পুরো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-শিলচরগামী ট্রেনের সঙ্গে মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষে নিহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আগরতলা—শিলচরগামী ট্রেনের সাথে একটি পণ্যবাহী বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার লংতরাইভ্যালী মহকুমার সিন্ধু কুমার পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, আগরতলা—শিলচর রুটে অমবাসা—মনু সেকশনে একটি অ-অনুমোদিত রেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি বন্ধ করতে চেয়েছেন তারা, কিন্তু স্থানীয়দের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছেন। অপরদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তারা বার কয়েক এ এলাকায় রেল ক্রসিং গেইট নির্মাণের দাবি জানিয়েছে। ঘটনার ক্রসিং গেইট নিয়ে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ লক্ষ্য করা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রেলক্রসিং এলাকা পার হওয়ার সময় ট্রেনটি সজোরে বোলেরো গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড আঘাতে ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। মৃতদেহগুলি মনু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। দুর্ঘটনায় মৃত তিনজন হল যথাক্রমে প্রদেশ দেববর্মা(৫০), সাকুরাই দেববর্মা(২৪), তাদের দুজনের বাড়ি আমপুরা, খোয়াই, অপরজন দিনা দেববর্মা(২৫), তার বাড়ি ফালগুনাপাড়া, কল্যাণপুর খোয়াই এলাকায়। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটির নাম্বার টিআর০৬- এ - ১৬১২।

এবিষয়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুপুর প্রায় ১টা ১২ মিনিটে ডিএন -১৫৬৬৩ আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস যখন ওই সেকশন দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ একটি মিনি ট্রাক অনুমোদনহীন রেলক্রসিং দিয়ে লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের ইঞ্জিন মালবাহী গাড়িটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকসহ আরও দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে ট্রেনটির চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে মালবাহী গাড়ীটিকে লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ১টা ৩৪ মিনিটে ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে।

রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ঘটনাস্থলটি একটি অ-অনুমোদিত রেলক্রসিং, যেটি বন্ধ করতে অতীতে বহুবার চেষ্টার পরও স্থানীয়দের বাধার কারণে সফল হওয়া যায়নি। এমনকি গত ৫ অক্টোবর আগরতলা থেকে রেল বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গিয়ে স্থলটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখনও তারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ কোটির ইয়াবা উদ্ধার

অভিযানে ধ্বংস ৩ লাখের গাঁজা গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত দু'টি পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার এবং লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

জানা গেছে, সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত এআরপুর বিওপি- এর কর্মীরা এদিন ভারতীয় গ্রাম ভবানীপুর সংলগ্ন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালান। ওই অভিযানে বিএসএফ জওয়ানরা ৩০,০০০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট (ওজন আনুমানিক ৩ কেজি) উদ্ধার করতে সক্ষম হন। উদ্ধার করা এসব মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

অপর একটি পৃথক যৌথ অভিযানে বিএসএফ, বন দপ্তর এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ বাহিনী সোনামুড়ার ধনীরামপুর গ্রামের অভ্যন্তরীণ এলাকায় ব্যাপক গাঁজা চাষের সন্ধান পায়। সেখানে প্রায় ১০ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত ৭টি প্লটে চাষ করা প্রায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক পাচারসহ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে বিএসএফ সর্বদা কঠোর অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে যৌথ অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে, যাতে ত্রিপুরার মানুষের সুরক্ষা ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

বিহারে ইতিহাস গড়লেন নীতীশ কুমার দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন

পাটনা, ২০ নভেম্বর ।। ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে দশমবারের মতো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সভাপতি নীতীশ কুমার। তাঁর সঙ্গে এদিন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন মোট ২৫ জন বিধায়ক। মন্ত্রিপরিষদে স্থান পেয়েছেন বিজেপির সম্রাট চৌধুরি, বিজয় কুমার সিংহ, দিলীপ জয়সওয়াল, মঙ্গল পাণ্ডে এবং রাম কৃষ্ণ পাল যাদবসহ একাধিক নেতা। জেডিইউ থেকে শপথ নেন বিজয় কুমার চৌধুরি, বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, শোণ কুমার, অশোক চৌধুরি, লেশি সিংহ, মদন সাহনি, সুনীল কুমার এবং মোহাম্মদ জামা খান। শপথগ্রহণের আগে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ ২২ নভেম্বর শেষ হওয়ায় নীতীশ কুমার রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানের কাছে ইস্তফা জমা দেন। তাঁর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৮তম বিধানসভার গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছে, যা মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের শপথের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে। পিটিআই সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে তিন দিনের জন্য নবগঠিত বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। এই সময়ে স্পিকার ও উপ-স্পিকার নির্বাচিত হবেন এবং নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে.পি. নাড্ডা সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। এর মধ্যে ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিংহ সাইনি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এনডিএ জোট ২৪৩ আসনের মধ্যে ২০২টি আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসে। এর মধ্যে বিজেপি পায় ৮৯টি আসন, জেডিইউ ৮৫, এলজেপি (আরভি) ১৯, হাম (এস) ৫ এবং আরএলএম ৪টি আসন। নীতীশ কুমারের টানা দশমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রত্যাবর্তনকে বিহারের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মন্ত্রি হিসাবে শপথ

- সম্রাট চৌধুরী (বিজেপি) (উপমুখ্যমন্ত্রী)
- বিজয় কুমার সিনহা (বিজেপি) (উপমুখ্যমন্ত্রী)
- বিজয় কুমার চৌধুরী (জেডি-ইউ)
- বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব (জেডি-ইউ)
- শ্রাবণ কুমার (জেডি-ইউ)
- মঙ্গল পান্ডে (বিজেপি)
- দিলীপ কুমার জয়সওয়াল (বিজেপি)
- অশোক চৌধুরী (জেডি-ইউ)
- লেসি সিং (জেডি-ইউ)
- মদন সাহানি (জেডি-ইউ)
- নিতিন নবীন (বিজেপি)
- রাম কৃপাল যাদব (বিজেপি)
- সন্তোষ কুমার সুমন (হাম)
- সুনীল কুমার (জেডি-ইউ)
- মোহাম্মদ জামা খান (জেডি-ইউ)
- সঞ্জয় সিং টাইগার (বিজেপি)
- অরুণ শঙ্কর প্রসাদ (বিজেপি)
- সুরেন্দ্র মেহতা (বিজেপি)
- নারায়ণ প্রসাদ (বিজেপি)
- রমা নিষাদ (বিজেপি)
- লক্ষেন্দ্র কুমার রওশন (বিজেপি)
- শ্রেয়শী সিং (বিজেপি)
- প্রমোদ কুমার (বিজেপি)
- সঞ্জয় কুমার (এলজেপি-আরভি)
- সঞ্জয় কুমার সিং (এলজেপি-আরভি)
- দীপক প্রকাশ (আরএলএম)

৫০০ মিটার জুড়ে রক্তের দাগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। কুমারঘাট হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ভোরবেলা হঠাৎই দেখা যায় দীর্ঘ প্রায় ৫০০ মিটার জুড়ে রক্তের দাগ। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকাবাসীর মধ্যে চরম কৌতূহল ও উদ্বেগ তৈরি হয়। মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে নানা গুঞ্জন।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে প্রথমে কয়েকজন পথচারী রক্তের দাগ দেখতে পান। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রক্তের দাগ দেখে কেউ কেউ ঘটনার পেছনে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন, আবার কেউ বা অপরাধমূলক ঘটনার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুমারঘাট হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা জুড়ে এখনো চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। পশ্চিম চড়কবাই থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আনুমানিক দুপুর ২টায় বাইখোড়া থানায় খবর আসে যে, পশ্চিম চড়কবাই পশ্চিমপাড়ের এক বাসাবাড়িতে কার্তিক ধর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে পরিবারের সদস্যরা উনার ঝুলন্ত দেহ নামিয়ে নেন। পরবর্তীতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইখোড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, পরিবারের লোকজনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কার্তিক ধর দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বালুর নিচে চাপা পড়ে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু, আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ নভেম্বর।। অনাকাঙ্ক্ষিত হৃদয় বিদারক ঘটনা যেন কোন মতেই পিছু ছাড়ছে না রাজ্যের! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। খেলতে গিয়ে আবারও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো ফুট ফুটে দুই ছোট্ট শিশুর। অপর ১ শিশুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তড়িঘড়ি খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মূলতঃ বলা চলে জীবন ফুটে উঠার আগেই যেন জীবন প্রদীপ নিভে গেল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর থানাধীন মানিক চন্দ্র পাড়ায় বৃহস্পতিবার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর থানাধীন মানিক চন্দ্র পাড়ায় স্থানীয় এলাকায় বসবাসরত মদন দেববর্মা ও রাজু দেববর্মা ৩ ছেলে আয়ুষ দেববর্মা (৭) বছর ও রুমাই দেববর্মা (৫) বছর এবং রাঙচাক দেববর্মা (৭) বছর ৩ শিশু মিলে মানিক চন্দ্র পাড়াতেই বাড়ির পার্শবর্তী দুইটি বালুর কোয়ারির মাঝ খানে খেলতে যায়। খেলতে খেলতে হঠাৎ তাদের মধ্যে দুইটি শিশু উপর থেকে ধ্বস নামা বালির নিচে চাপা পড়ে যায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি বালি সরিয়ে বালির নিচ থেকে চাপা পড়ে থাকা ৩ জন শিশুকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসলে ততক্ষণে আর শেষ রক্ষা হয়নি।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ৩ জন শিশুর মধ্যে ২ জন শিশুকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। যদিও অপর এক শিশুর অবস্থাও আশঙ্কাজনক রয়েছে বলে নিশ্চিত করেন চিকিৎসক। মৃত দুই শিশু হলো আয়ুষ দেববর্মা (৭) বছর। পিতা মদন দেববর্মা। বাড়ি মানিক চন্দ্র পাড়া কল্যাণপুর! রুমাই দেববর্মা (৫) বছর। পিতা রাজু দেববর্মা। বাড়ি মানিক চন্দ্র পাড়া কল্যাণপুর। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে অপর জীবিত শিশু রাঙচাক দেববর্মা (৭) বছর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে গিয়ে সংঘবদ্ধ হামলায় আহত বিএসএফ ও বনকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। অবৈধ গাঁজা চাষ দমন করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাইজালবাড়ি থানার মিলকাবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। অভিযানে অংশ নেওয়া এক বিএসএফ জওয়ান এবং এক বনকর্মী আহত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে গাঁজা চাষ ও পাচারের অভিযোগ ছিল। প্রশাসনের কাছে তথ্য পৌঁছালেও স্থানীয়দের প্রতিরোধের কারণে এতদিন বড়সড় অভিযান সম্ভব হয়নি।

অবশেষে পুলিশ, টিএসআর, বিএসএফ ও বন দফতরের যৌথ বাহিনী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালাতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, গাঁজা চাষে যুক্ত একদল জনজাতি মহিলা প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়েই বাধা সৃষ্টি করে এবং পরে অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনীর উপর চড়াও হয়। এমনকি পুলিশের যানে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও জানা গেছে। হামলায় এক বিএসএফ জওয়ান ও এক বন বিভাগের কর্মী আঘাত পান।

তীব্র প্রতিরোধের মধ্যেও প্রশাসন প্রায় আট হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। পরে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২১ নভেম্বর,২০২৫ ইং
৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সামাজিক সুরক্ষা জরুরী

সমাজে নারী নির্য্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। নারীদের সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কঠোর আইনী ব্যবস্থা থাকিলেও সেগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিচারব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। নারী নির্য্যাতন ও নারীঘটিত মামলা গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হইলে দোষীরা শাস্তির আওতায় আসিতে বাধ্য। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হইল নারী গঠিত মামলা গুলির নিষ্পত্তি হইতে সময় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লাগিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই সাজার হার তুলনা মূলকভাবে অনেক কম। এর একটি বিহিত হওয়া খুবই জরুরী।কান পাতিলে শুধুই চারিদিকে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যাইতেছে। অথচ ভারতে নারীকে দেবীরূপে পুজো করা হয়। বর্তমানে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ-খুন মামলায় বিচার চেয়ে গোটা গোটা দেশ পথে নামিয়াছে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হইবে।গোটা দেশেই এখন যেন এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গত মাসেই বাংলা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার নারী নির্য্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রতিটিতেই অভিযোগ আইনি গাফিলতি নিয়া। সেই একই কথা বলিয়াছে এনসিআরবি-র পরিসংখ্যানও।পরিসংখ্যান বলিতেছে, ধর্ষণের অভিযোগগুলি আইনের আওতায় গেলেও তাহার নিষ্পত্তিতে লাগিয়া যায় অনেক সময়। এমনকী অপরাধের জন্য কড়া শাস্তির বিধান থাকিলেও ৭০ শতাংশ অভিযুক্তই প্রমাণের অভাবে ছাড় পাইয়া যায় শাস্তির হাত থেকে। পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২ সালে গোটা দেশে ১,৯৮,২৮৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটিলেও তাহার মধ্যে মাত্র ১৮,৫১৭ টির বিচার প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে বেশ কয়েক বছর পর। সাজাপ্রাপ্তের শতকরা হার ২৭.৪ ।নারী নির্য্যাতনের ঘটনায় সব রাজ্যকেই হার মানায় দিল্লির সংখ্যা, মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধে এখনও দেশের শীর্ষে অবস্থান রাজধানীর। এর পরেই রহিয়ায়েছে হরিয়ানা, রাজস্থান, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা। যদিও এ ধরনের ঘটনার নিরিখে মেয়েরা অনেক বেশি সুরক্ষিত বা কম অত্যাচারিত নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলিতে।এ বিষয়ে এনসিআরবি-র তথ্য বলছে, এদেশে ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাটা রীতিমত ভয় ধরানোর মতো। তার থেকেও বেশি উদ্বেগজনক এই ধরনের মামলাগুলিতে নিস্পত্তির হার। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই খালি হাতেই ফিরিতে হয় অভিযোগকারিণীকে। শুনলে অবাক হতে হয়, তথ্যগুলি ২০২২ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে গোটা ভারতে প্রতি দেড় হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬৭ জনকে কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার হইতে হইয়াছে। নারী নির্য্যাতন ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে এই অপরাধ প্রবণতা দিনের পর দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নারী সমাজকে অপরাধ প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন আইনে কঠোর পদক্ষেপ কার্য্যকর করিতে হইবে অন্যদিকে সমাজের সচেতন মহলকে নারীদের রক্ষার জন্য আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া নারীদের অধিকার সুরক্ষা করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এজন্য সামাজিক সুরক্ষা সবচাইতে বড় উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেই সমাজে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে এবং নারীরা ধর্ষণ নির্য্যাতন সহ নানা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পে ত্রিপুরার ৫০টি স্কুলকে আর্থিক অনুদান প্রদান

আগরতলা, ২০ নভেম্বর: ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের উদ্যোগে রাজ্যের স্কুলগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করতে ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পের অধীনে আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ২২২টি স্কুল এই প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নতুন করে রাজ্যের আরও ৫০টি স্কুলকে ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ক্রয় এবং জীববিজ্ঞানভিত্তিক হাতে-কলমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পকে আরও জনপ্রিয় করতে সহায়তাপ্রাপ্ত স্কুলগুলোকে বছরভিত্তিক অনুদান প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অন্তর্ভুক্ত ৫০টি স্কুলকে দ্বিতীয় বছরের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আজ আগরতলাস্থিত সুকান্ত একাডেমির কনফারেন্স হলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অনিমেষ দেববর্মার উপস্থিতিতে এই অনুদান প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে এই ৫০টি স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞানভিত্তিক ২০টি নতুন কাজের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি বিষয়ে কৌতূহল ও গবেষণামুখী মনোভাব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিজ্ঞানচেতনা ধারণ করে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সক্ষম হবে। ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের এই উদ্যোগকে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব চৈতন্য মূর্তি, ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের সদস্য-সচিব মহেন্দ্র সিং, যুগ্ম সদস্য-সচিব ও ডিরেক্টরেট অফ বায়োটেকনোলজির যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী অমন সেনগুপ্তসহ কাউন্সিলের অন্যান্য কর্মকর্তারা। প্রথম বছরের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ৫০টি স্কুলের ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বেস্ট পারফর্মিং স্টুডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডিএনএ ক্লাবের অগ্রগতি ও মূল্যায়নভিত্তিক তথ্যসংবলিত একটি বইয়ের মলাট উন্মোচনও করা হয়।

মোট প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান, ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুনভাবে বিজ্ঞানকে জানার কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রকল্পটির অন্যতম সাফল্য।

হেমন্তের নবান্ন: বাংলার মাটি; মানুষের পরিশ্রম ও কৃতজ্ঞতার চিরন্তন যোগসূত্র

সুনীল মাইতি (শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)

হেমন্তের আগমন ও নবান্নের ডাক :--- বর্ষার মেঘ সরে গিয়ে যখন প্রকৃতিতে এক স্নিগ্ধ;শান্ত ও নির্মল আবহাওয়া নেমে আসে; সেই ঋতুর নাম হেমন্ত। বাংলা মাসের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস জুড়ে হেমন্তের লীলা চলে। এই সময় মাঠে মাঠে সোনারঙ্গা ধানের শীষ মাথা নুইয়ে থাকে; যা দেখে কৃষকের মনে জন্ম নেয় অপার আনন্দ ও এক বছরের পরিশ্রমের ফল ঘরে তোলার তৃপ্তি। এই অগ্রহায়ণের মাসে ই বাংলার জনজীবনে নেমে আসে এক সুপ্রাচীন লোক উৎসব— নবান্ন। বাংলা ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত যেন এক বিশেষ অনুভূতির ধারা। কার্তিকের ম্লান রোদ; অগ্রহায়ণের স্নিগ্ধ হওয়া; ক্ষেত ভরা সোনালী ধানের ঢেউ আর গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে- ঘরে

নতুন ধানের ঘ্রাণে ধরা দেয় নবান্নের আনন্দ। নবান্ন শুধু একটি গ্রামীণ কৃষি উৎসব নয়— এটি বাংলার কৃষি জীবনের ইতিহাস; সংস্কৃতি;অর্থনীতি ও সামাজিক ঐতিহ্যের বহমান প্রতিচ্ছবি।

নবান্ন : এক প্রাচীন কৃষি সভ্যতার উত্তরাধিকার :--- নবান্ন উৎসবের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। যখন থেকে মানুষ যাযাবর জীবন ছেড়ে কৃষি নির্ভর স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শিখল; সম্ভবত তখন থেকেই এই উৎসবের সূচনা। নতুন ফসলের প্রথম ভাগ টুকু দেবতাকে উৎসর্গ করার প্রথা পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতাতেই দেখা যায়। বাংলার নবান্ন উৎসবটিও সেই ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক।

নবান্ন কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'নব অন্ন' বা নতুন ধানের প্রথম আহার। কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্যতম প্রাচীন অনুষ্ঠান এটি লোকসংস্কৃতিবিদরা মনে করেন; বাংলার গ্রামাঞ্চলে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে নতুন ধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠান প্রচলিত। বৈদিক যুগেও 'ন্যবন্ন'বা 'প্রথম ফল ভোগ' করার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে নবান্ন কে অন্যতম প্রধান বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীন কৃষক সমাজ বিশ্বাস করতো প্রকৃতি ও সূর্যের আশীর্বাদ ছাড়া শস্য জন্মায় না; তাই নতুন ধানের আগে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ছিল নবান্নে মূল লক্ষ্য। **নবান্ন ও কৃষি জীবনের সম্পর্ক :---** হেমন্তকাল মূলত ধান কাটার মৌসুম। আষাঢ়ে রোপণ করা আমন ধানের শীষ অগ্রহায়ণে এসে পেকে ওঠে। কৃষকের সারা বছরের পরিশ্রম; ঘাম; আশা-আকাঙ্খার চূড়ান্ত রূপ হল শস্য ভান্ডার পূর্ণ হওয়া। তাই শস্য কাটার আনন্দকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার মাটিতে নবান্ন উৎসব গড়ে উঠেছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুভ দিনে পরিবারের প্রবীণ সদস্য বা গৃহস্বামী নতুন ধান ভেনে; বেটে বা ভাজা চালের আকারে প্রথম পরিবেশন করতেন। কোথাও হরেক রকম পিঠে — ভাপা; পাটিসাপটা; চিতই; দুধপুলি আয়োজিত হতো। আবার কোথাও নতুন চালের সঙ্গে গুড়; দুধ ও নারকেল মিশিয়ে 'নব অন্ন' রান্না করা হতো। এই খাবারের মধ্যেই ছিল সমৃদ্ধির বার্তা।

উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য :--- নবান্ন উৎসব শুধু খাদ্য গ্রহণের দিন নয়; এটি ছিল সামাজিক মিলন মেলার এক বৃহৎ উপলক্ষ। গ্রামবাংলায় প্রতিবেশীর ঘরে নতুন অন্যের রান্না পৌঁছে দেয়ার রীতি ছিল। সবাই মিলে ফসলের আনন্দ ভাগ করে নিত। এ থেকে সমাজের সৌহার্দ্য ; সহমর্মিতা ও সংহতি তৈরি হতো।

অনেক গ্রামে নবান্ন উপলক্ষে যাত্রা; পালাগান; বাউল গান; ঢাক- ঢোল; কীর্তন ইত্যাদির আয়োজন করা হতো। কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিতে নবান্ন ছিল নতুন উৎসাহের সূচনা; কৃষকের নতুন পরিকল্পনা; নতুন ঋতুচক্রের প্রস্তুতিও এই সময় থেকেই শুরু হতো।

ধর্মীয় ও আচারিক দিক:--- নবান্নে ধর্মীয় বিশ্বাস ও জড়িত। মা লক্ষ্মীকে নতুন ধান উৎসর্গ করার প্রথা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। সোমবার; বৃহস্পতিবার বা অগ্রহায়নের প্রথম বুধবার অনেক পরিবারে নতুন ধান ভিজিয়ে 'লক্ষ্মী পূজার' আয়োজন করা হয়। দেবীকে নতুন ধানের চালের নৈবেদ্য দেয়া হয়। গৃহস্থালি বিশ্বাস অনুযায়ী; নতুন শস্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া খাওয়া অশুভ মনে করা হতো।

নতুন চালের ব্যবহার :--- নবান্নের দিন নতুন চাল দিয়ে ভাত রান্না করা হয় এবং সেই অন্য পরিবেশন করা হয় কলা পাতায় এই অন্যের সঙ্গে পাঁচ রকমের সবজি ও অন্যান্য সুস্বাদু পদ তৈরি হয়।

আঞ্চলিক লোকনৃত্য ও গান :--- এই উৎসবে গ্রামবাংলায় লোকনৃত্য ও লোক সংগীতের আসর বসে। বিশেষ করে ঢাকের বাদ্যি; কাঠি -নাচ; জারি- সারি গান এবং বিভিন্ন ধরনের লোক-নাটকের আয়োজন করা হয়। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ উৎসবের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আত্মীয়-স্বজনের মিলন :--- নবান্ন হলো মিলনের উৎসব। শহর বা দূর দেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনেরা এই সময় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। নতুন ধানের চালের তৈরি খাবার পরিবেশন এর মাধ্যমে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। এই উৎসব পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন কে সুদৃঢ় করে। কৃষকরা ক্ষেতের ধান কাটার আগে ভূমি দেবীকে প্রণাম করে কাস্তে হাতে নিতেন। কোথাও প্রথম ধান গুচ্ছ ঘরে তোলার সময় ঢোল-করতালের সঙ্গে 'উলুধ্বনি' করার প্রথা ছিল।

বাংলা লোকসংস্কৃতিতে নবান্ন :--- নবান্নকে কেন্দ্র করে বাঙালির বহু লোকগান; প্রবচন ও উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। "আষাঢ়ে রোপন; কার্তিকে কাটা; অগ্রহায়ণে ঘরে ওঠা"--এমন চিরায়ত কৃষি জীবনেই নবান্নের উপস্থিতি স্পষ্ট। বাংলার কবি -লেখকরাও নবান্নের চিত্র অঙ্কন করেছেন; মাটির গন্ধ; নতুন ধানের সুবাস; গ্রামীণ জীবনের কোলাহল তাঁদের লেখায় প্রাণ পেয়েছে। চারণ কবি; ভাটিয়ালি; বাউল —সব ধরনের লোকগানে নতুন ধানের ফসলের আনন্দ ও কষ্ট ঘুরে-ফিরে এসেছে। নবান্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁশের ধানকাটি; বাঁশি; ঢাক-ঢোলের সুর; কৃষক- যুবতীর শ্রম ও হাসিমুখ।

নবান্নের খাদ্য ঐতিহ্য:--- নবান্ন মানেই পিঠে পুলি--- একথা বাঙালির কাছে অমঙ্গ সত্য। নতুন চাল; নতুন গুড় ও নারকেল মিলিয়ে যে আলাদা স্বাদ তৈরি হয়; তা অন্য সময়ে পাওয়া যায় না। পান্তা ভাত; মুড়ি; খ ই; চিড়ে;পায়েস; ক্ষীর; গোকুল পিঠে— এসবই নবান্নের খাদ্য ঐতিহ্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রন্ধন পদ্ধতি আছে— কারো বাড়িতে দুধ পোলাও; কোথাও গুড়-জলভরা পিঠে; আবার কোথাও 'ভেজা পুলির' বিশেষ পদ।

নবান্নের আধুনিক রূপ:--- যদিও গ্রামীণ সামাজিক ও কৃষিভিত্তিক পরিবেশ আজ অনেকটাই বদলে গেছে; তবু নবান্নের উৎসবের তাৎপর্যয় অমলিন। আজ শহরাঞ্চলেও সাংস্কৃতিক সংস্থা; স্কুল- কলেজ; সাহিত্য সংগঠন ও সরকারি উদ্যোগে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। প্রদর্শনী; পিঠে উৎসব; কৃষি মেলা; লোকসংগীত; প্রদর্শনী; ফোক কালচার— সব মিলিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে নবান্ন নতুন পরিচয়ে ফিরে এসেছে।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি; যান্ত্রিক ধান কাটা; বাজারমুখী উৎপাদন ইত্যাদি পরিবর্তণ এসেছে; তবে কৃষি শ্রেণির কাছে নতুন ফসল ঘরে ওঠার সার্থকতা আজও একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নবান্ন উৎসব ও অর্থনীতি:--- নবান্ন শুধু উৎসব নয়— বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব শুধু প্রসারী। নতুন ধান বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি তৈরি হয়। চালকল; পরিবহণ; ব্যবসায়ী; শ্রমিক ---সবাই কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। পিঠে উৎসব; মেলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে স্থানীয় বাজার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে নবান্ন কৃষি- প্রধান বাংলার অর্থনৈতিক চক্রের

জীবনে নবান্নের প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জ : --- নগরায়ন এবং কৃষি নির্ভরতা কমে আসার এই সময়ে নবান্ন উৎসব তার পুরনো যৌলুস হারাচ্ছে। কৃষিজমি কমে যাওয়া; কৃষি থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং শহরে জীবনের ব্যস্ততা এই উৎসবকে দুর্বল করছে। কিন্তু নবান্ন আজও বাংলার ঐতিহ্য ও শিকড়ের প্রতীক হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

১. সংস্কৃতি সংরক্ষণ:--- নবান্ন উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি তার লোকসংস্কৃতি; গ্রামীণ খাদ্য ও পোশাকের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখছে। **২. প্রকৃতির কাছাকাছি আসা:---** এই উৎসব শহুরে মানুষকেও মনে করিয়ে দেয় যে; তাদের খাদ্যের উৎস মাটি এবং তাদের প্রকৃতির সঙ্গে একটি অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে।

৩. সামাজিক সংহতি :--- নবান্ন ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণে এক সামাজিক সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। হেমন্তের নবান্ন উৎসব বাংলার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য অংশ। এই উৎসব বাংলার গ্রামীণ জীবনের দর্পণ। নতুন ধানের সুবাসে মাটির গন্ধ; মানুষের পরিশ্রমের মূল্য; প্রকৃতির দান ও সামাজিক সম্প্রীতির সুর মিলেমিশে এক অনন্য আবহ তৈরি করে। নবান্ন শুধু কৃষি জীবনের উৎসব নয়; এটি বাংলা সংস্কৃতির গভীর আবেগ; ইতিহাস; ঐতিহ্য ও মানবিকতার প্রতীক। সময় বদলেছে; গ্রাম বদলেছে; কৃষির ধরন বদলেছে--- তবুও নবান্ন আজও বাংলার হৃদয়ের উৎসব। নবান্ন প্রতিবছর এই কথাই মনে করিয়ে দেয়--- মানুষকে তার মাটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে; কারণ এই সংস্কৃতিই বাঙালির চিরায়ত জীবন বোধের মূল ভিত্তি।

সামান্য থেকে অসামান্য জ্যোতির্বিদ

আসিফ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাউন্ট উইলসনে আসেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর লোহিত বিচ্যুতি বা রক্তিম সরণ আবিষ্কারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসানো হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে মাউন্ট উইলসনে এই টেলিস্কোপ বসানোর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। একদল খচ্চরের পিঠে টেলিস্কোপের বড় অংশগুলো টেনে তুলতে হয়েছিল পাহাড়ের ওপরে। মিউল স্কিনার বা খচ্চর দলের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এক তরুণ। নাম মিল্টন হুমাসন। তিনি যান্ত্রিক ও আলোক যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পর্বতশীর্ষে নিয়ে যেতেও সহায়তা করতেন। ঘোড়ার পেছনে থাকা খচ্চর দলকে এগিয়ে নিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন হুমাসন। তাঁর শিকারি সাদা কুকুরটি ঘোড়ার জিনের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা রাখত হুমাসনের কাঁধে। হুমাসন ছিলেন তামাকসেবী, ডকশ্রমিক, দক্ষ জুয়াড়ি ও পুল খেলোয়াড়। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণিও পার হতে পারেননি। অথচ এই মার্কিন নাগরিক পরে পরিণত হন সবচেয়ে দক্ষ পরীক্ষণ জ্যোতির্বিদে।

তাঁর পুরো নাম ছিল মিল্টন লা স্যালে হুমাসন। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার ডজ সেন্টারে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েন হুমাসন। এরপর আর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া করেননি বা করতে পারেননি। তিনি পাহাড়-পর্বত ভালোবেসেছিলেন। তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল মাউন্ট উইলসন। উইলসন অবজারভেটরি নির্মাণ করার সময় পর্বতের ওপরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মিউল স্কিনার বা খচ্চর প্রতিপালকের দায়িত্ব পান। এরপর ১৯১৭ সালে লা ভার্নে একটি প্রজননকেন্দ্রে কাটানোর পর মানমন্দিরের দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব পান তিনি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে অবজারভেটরিতে নাইট সহকারী হয়েছিলেন উইলসন। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও শান্ত স্বভাব তাঁকে পাহাড়ে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯১৯ সালে জর্জ এলারি হেল তাঁকে মাউন্ট উইলসনের স্টাফ সদস্য করে নেন। এটি নজিরবিহীন ছিল। যেহেতু হুমাসনের পিএইচডি, এমনকি উচ্চবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাও ছিল না। তিনি দ্রুত হেলের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণিত করেন। কারণ, কয়েকটি মৌলিক পর্যবেক্ষণমূলক আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো হাবলের সূত্রসহ ভৌত কসমোলজির বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল।

মাউন্ট উইলসনে টেলিস্কোপ নির্মাণের যন্ত্রপাতি হুমাসন খচ্চরচালিত গাড়িতে করে উঁচুতে নিয়ে যেতেন। এ জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। শুধু নিয়ে যাওয়াই নয়, যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যাপারে ছিল তার প্রবল উত্সাহ ও স্বাভাবিক কৌতূহল। প্রথমে মানমন্দিরটিতে তিনি ইলেকট্রিশিয়ানের সহকারী দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। নিজে যেসব টেলিস্কোপ স্থাপনে সাহায্য করেছেন, সেগুলোর মেঝে পরিচ্ছন্নতার কাজও তাঁকে করতে হতো। একদিন টেলিস্কোপ সহকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর কাজ হুমাসনকে করতে বলা হলো, যদি তিনি পারেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করলেন তিনি। এ ঘটনাই তাঁর ভাগ্য বদলে দিল। পেয়ে গেলেন টেলিস্কোপ অপারেটরের চাকরি। ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণে সহায়ক হয়ে উঠলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাউন্ট উইলসনে আসেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। হাবল ছিলেন মেধাবী, সংস্কৃতিমান ও সামাজিক। হাবলই অবশেষে দেখান, সর্পিলাকার নীহারিকাগুলো আসলে 'দ্বীপবিশ্ব' বা 'আইল্যান্ড ইউনিভার্স'। অর্থাৎ আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো বিশালসংখ্যক নক্ষত্রের পুঞ্জ সেগুলো। আবার তিনি এমন এক নাক্ষত্রিক আদর্শ প্রদীপ বা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডল বের করেন, যাকে গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব পরিমাপে কাজে লাগানো যায়। হাবল ও হুমাসন মিলিতভাবে বেশ ভালোভাবে কাজটি এগিয়ে নেন। বেমানান জোড়া হওয়া সত্ত্বেও একত্রে সমঝোতা-সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান তাঁরা। লয়েল মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ ভি এম স্লিফারের নেতৃত্বে তাঁরা দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণালি পরিমাপ শুরু করেন। দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান হুমাসন। সেখান থেকে আসা বর্ণালি ও আলোকচিত্র বিশ্লেষণেও দেখান অসামান্য পারদর্শিতা। একেবারে পেশাদার জ্যোতির্বিদের মতো। ১৯৫০ সালে লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি দেয়। ১৯৫৭ সালে তিনি অবসর নেন। এর আগে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির পূর্ণ স্টাফ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। নিজের কাজের গুরুত্ব, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও গভীরভাবে বুঝেছিলেন। আবার জ্যোতির্বিদ সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি। আধুনিক কসমোলজির সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হলো বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের প্রসারণ। এই তত্ত্ব জন্ম হয় আলোক বর্ণালিতে ডপলার ইফেক্ট প্রয়োগ করে ধূমকেতু সি/১৯৬১ আবিষ্কার করেছিলেন হুমাসন। ধূমকেতুটি বিশাল পেরিহেলিয়নের জন্য বিখ্যাত। স্রেফ সুযোগের অভাবে প্লুটো আবিষ্কারের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। প্লুটোর আবিষ্কারকের মর্যাদা পান ক্লাইড টম্বগ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল ও ডিরেক্টর অফ বায়োটেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে সুকান্ত একাডেমিতে শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

ভারত জানালো, "জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম" জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রযুক্তি-নির্ভর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

বেলেম, ২০ নভেম্বর : পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বুধবার ১১তম ''জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম'' অংশীদার দেশগুলির সভায় যোগ দেন। এ সময়, ভারত জেসিএম-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা সমতাভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-নির্ভর জলবায়ু কর্মের সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

জেসিএম একটি দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ, যা ভারতকে জাপানের সাথে মিলিতভাবে কম কার্বন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে এবং কার্বন ক্রেডিট অর্জন করতে সাহায্য করে। এই ক্রেডিটগুলো, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে সহায়ক প্রকল্প থেকে তৈরি হয়, উভয় দেশ তাদের জাতীয় জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। জেসিএম প্রযুক্তি স্থানান্তর, সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উতাহিত করা এবং অংশীদার দেশে টেকসই উন্নয়ন প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এই ক্রেডিটগুলো, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে সহায়ক প্রকল্প থেকে তৈরি হয়, উভয় দেশ তাদের জাতীয় জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

এই সভা, যা জাপানের পরিবেশ মন্ত্রক আয়োজন করেছিল এবং যার সভাপতিত্ব করেন হিরোটাকা ইশিহারা, অংশীদার দেশগুলির মন্ত্রী এবং ঊর্ধতন প্রতিনিধিদের একত্রিত করে জেসিএম-এর অধীনে চলমান প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করার সুযোগ প্রদান করে। ইশিহারা জানান, এখন পর্যন্ত ৩১টি দেশ জেসিএম-এর অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে এবং প্যারিস চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৮০টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভূপেন্দ্র যাদব সভায় বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি বলেন, ''বিশ্বব্যাপী স্কেলযোগ্য এবং ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু সমাধান খুঁজে পাওয়ার প্রেক্ষাপটে সহযোগিতামূলক পন্থাগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। জেসিএম একটি শক্তিশালী মডেল হিসেবে কাজ করছে, যা জলবায়ু পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রতি সমর্থন জানায়, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য।'' যাদব বলেন, 'ভারত এবং জাপান দীর্ঘকাল ধরে একে অপরের সঙ্গে জলবায়ু সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।' তিনি ভারত-জাপান সহযোগিতা স্মারক উল্লেখ করে বলেন, জেসিএম প্যারিস চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এটি সরকার ও বেসরকারি খাতকে যৌথভাবে মিটিগেশন প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন সঞ্চালন এবং উন্নত প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। তিনি জেসিএম-কে এক্ষেত্রে একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন, যা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেন, জেসিএম ভারতের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান এবং দীর্ঘমেয়াদী কম কার্বন উন্নয়ন কৌশলকে সরাসরি সমর্থন করবে।

এছাড়া, পরিবেশ মন্ত্রী সিডিএস বিষয়েও আলোচনা করেন, যেখানে তিনি বলেন, 'এই দেশগুলো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যধিকভাবে আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল, যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং অস্থির অবকাঠামোর কারণে আরো ঝুঁকিপূর্ণ।' তিনি উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক সৌর জোট এই দেশগুলোকে মানসম্মত ক্রয় প্রক্রিয়া, মিশ্রিত অর্থায়ন এবং সৌর প্রযুক্তিতে বৃহত্তর প্রবেশাধিকার প্রদান করে সহায়তা করতে চায়।

যাদব ভারতের সৌর শক্তি খাতে অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, 'ভারত ইতিমধ্যেই ৫০০ গিগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ ক্ষমতা অর্জন করেছে, যার অর্ধেকের বেশি সাফ শক্তি উৎস থেকে তৈরি হয়েছে।' তিনি প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর রুফটপ সৌর প্রকল্প এবং কৃষকদের জন্য সৌর শক্তি সমর্থিত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, যা এই দেশগুলোর জন্য শক্তি খরচ কমানোর পাশাপাশি তাদের স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ভারত আন্তর্জাতিক সৌর জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন, যেটি ২০১৫ সালে প্যারিস কনফারেন্সে ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাদব বলেন, 'আইএসএ একটি ''বিশ্ব সৌর পরিবার'' হিসেবে কাজ করছে, যা ১২৪টি সদস্য দেশের মাধ্যমে সৌর শক্তিকে পরিচিত এবং ব্যবহৃত উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন সঞ্চালন করছে।'ভারত, জাপান এবং অন্যান্য অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্তি করে, যাদব বলেন, ''এই সহযোগিতা দেখায় যে কীভাবে উচ্চ সততা সম্পন্ন, সহযোগিতামূলক মেকানিজমগুলো সঠিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ সমর্থন করতে পারে এবং প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে।''

ভারতকে ৯৩ মিলিয়ন ডলারে এক্সক্যালিবার আর্টিলারি গোলাবারুদ এবং জ্যাভেলিন মিসাইল বিক্রির অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারতের সেনাবাহিনীর কার্যকরী প্রস্তুতি বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ৯৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এক্সক্যালিবার আর্টিলারি গোলাবারুদ এবং জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল সিস্টেম বিক্রি করার অনুমোদন দিয়েছে। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই সম্ভাব্য বিদেশি সামরিক বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে, যা ভারতের অনুরোধের পর এই বিক্রির বিষয়টি এগিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি কংগ্রেসকে এই বিক্রির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র প্রদান করেছে। এই বিক্রির সিদ্ধান্ত এসেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মে মাসে অপারেশন সিন্ধুর শুরুর ছয় মাস পর, যা পাহালগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরপরই শুরু হয়েছিল। এক্সক্যালিবার গোলাবারুদ ইউএস-উৎপন্ন এম৭৭৭ আলট্রা-লাইট হাউইটজার থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে চার দিনের সংঘর্ষের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল।

এক্সক্যালিবার গোলাবারুদ এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির দাম হবে ৪৭.১ মিলিয়ন ডলার, এবং জ্যাভেলিন সিস্টেমের বিক্রির মূল্য হবে ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার, ডিএসসিএ জানিয়েছে।

ডিএসসিএ একটি বিবৃতিতে বলেছে, এক্সক্যালিবার গোলাবারুদ বিক্রি ভারতকে বর্তমান এবং ভবিষ্যত হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম করবে এবং এর মাধ্যমে প্রথম আক্রমণ সঠিকতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে। এটি ভারতের সেনাবাহিনীর ব্রিগেডগুলিতে নিখুঁত স্ট্রাইক সক্ষমতা বাড়াবে।

ভারত সরকারের অনুরোধে ২১৬টি এম৯৮২এ১ এক্সক্যালিবার ট্যাকটিক্যাল প্রকজেকটাইল কেনা হবে। এছাড়াও বিক্রির মধ্যে থাকবে: পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, উন্নত প্ল্যাটফর্ম ইন্টিগ্রেশন কিট, প্রাইমার, প্রপেলান্ট চার্জ, ইউএস সরকারের প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রযুক্তিগত তথ্য, মেরামত এবং সেবা, এবং অন্যান্য লজিস্টিকস ও প্রোগ্রাম সমর্থন উপাদান।

ডিএসসিএর আলাদা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জ্যাভেলিন সিস্টেমের বিক্রির মাধ্যমে ভারতের নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। ভারত সরকারের অনুরোধে ১০০টি এফজিএম-১৪৮ জ্যাভেলিন রাউন্ড, ১টি জ্যাভেলিন এফজিএম-১৪৮ মিসাইল, ২৫টি জ্যাভেলিন লাইটওয়েট কমান্ড লঞ্চ ইউনিট বা জ্যাভেলিন ব্লক ১ কমান্ড লঞ্চ ইউনিট বিক্রির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়াও বিক্রির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: জ্যাভেলিন এলডব্লিউসিএলইউ বা সিএলইউ বেসিক স্কিলস ট্রেইনার, মিসাইল সিমুলেশন রাউন্ড, ব্যাটারি কুল্যান্ট ইউনিট, ইন্টারঅ্যাকটিভ ইলেকট্রনিক টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল, অপারেটর ম্যানুয়াল, লাইফসাইকেল সাপোর্ট, নিরাপত্তা পরিদর্শন, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এবং চেক আউট, এবং অন্যান্য লজিস্টিকস সহায়তা।এই বিক্রির ফলে আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হবে না, ডিএসসিএ নিশ্চিত করেছে। এই বিক্রির সিদ্ধান্ত আসে কিছু সপ্তাহ পর, যখন ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র ১০ বছরের জন্য একটি কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের কাঠামো চূড়ান্ত করেছে।

গর্ভনরদের বিল মঞ্জুরির জন্য কোনও সময়সীমা আরোপ করা যাবে না, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্টীকরণ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্টীকরণে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্য গর্ভনররা কোনও বিল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে সময়সীমা দ্বারা বাধ্য নন। একটি পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট সাংবিধানিক বেঞ্চ এদিন উল্লেখ করেছে যে রাষ্ট্রপতি বা গর্ভনরের কার্যক্রম 'বিচারাধীন' হতে পারে না এবং বিচারিক পর্যালোচনা শুধুমাত্র তখনই করা যাবে, যখন একটি বিল আইন হিসেবে প্রবর্তিত হয়।

এটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এসেছে, যিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চেয়েছিলেন, যেহেতু তামিলনাড়ু গর্ভনর মামলায় দুই বিচারকের বেঞ্চ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, যা রাষ্ট্রপতি এবং গর্ভনরদের উপর আইনপাস হওয়া বিল মঞ্জুর করতে সময়সীমা আরোপ করেছিল।

রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'রাজ্যপাল কি সরকারের পরামর্শে বাধ্য থাকবেন যখন একটি বিল তাঁকে জমা দেওয়া হয়, এবং রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমতা কি বিচারিক পর্যালোচনার আওতায় আসবে?' তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা গর্ভনরদের কার্যক্রমের জন্য আদালতে কোনও জবাবদিহি নেই।

আজ প্রধান বিচারপতি বিএর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, 'কোনও সময়সীমা আরোপ করা সংবিধান বিরোধী' এবং এটি 'নির্বাহী ক্ষমতার স্থানান্তর এবং বিচারিক কর্তৃত্বের ব্যবহার' হবে, যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে অগ্রাহ্য।

এপ্রিল ৮, ২০২৫-এ, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মাহাদেবনের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ 'রাজ্য তামিলনাড়ু বনাম রাজ্যপাল তামিলনাড়ু' মামলায় রায় প্রদান করে, যেখানে ডিএমকে সরকার গর্ভনর আর এন রবি কর্তৃক বিল দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখার অভিযোগ করেছিল। আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে ১০টি বিলকে 'গর্ভনরের কাছে জমা দেওয়ার তারিখে অনুমোদিত হয়েছে' বলে ঘোষণা করেছিল।

এ বিষয়ে বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, 'আমরা রাজ্যপালের অফিসের সম্মান কমাচ্ছি না। তবে আমরা বলছি, গর্ভনরকে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত প্রথাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্তকে মান্য করতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পর, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক মাস পর সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানতে চান যে, গর্ভনর এবং রাষ্ট্রপতির উপর কি সময়সীমা আরোপ করা সম্ভব, এবং গর্ভনরের সাংবিধানিক বিচারের বিষয়ে আদালতে কি কোনো বিচারিক পর্যালোচনা করা যাবে?

রাষ্ট্রপতির চিঠির মধ্যে প্রশ্ন ছিল, 'যেহেতু সংবিধানে রাষ্ট্রপতি বা গর্ভনরের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই, তবে আদালত কি এমন সময়সীমা আরোপ করতে পারে যা গর্ভনরের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে?'

পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে যে, সংবিধানের ২০০ ও ২০১ অনুচ্ছেদগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের জন্য 'ফাংশন করার একটি নমনীয়তা' থাকতে পারে। আদালত বলেছে, 'সময়সীমা আরোপ করা সংবিধানের সেই নমনীয়তাকে ক্ষুণ করবে, যা সংবিধান অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেছে।'

তবে, আদালত একটি শর্তও দিয়েছে। 'যদিও গর্ভনরের অধীনে ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নেওয়া পদক্ষেপের যোগ্যতা বিচার করা যাবে না, তবে দীর্ঘকাল ধরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে, তা অবশ্যই সীমিত বিচারিক পর্যালোচনার আওতাধীন হতে পারে,' আদালত বলেছে।সংবিধান বেঞ্চ আরও বলেছে, 'কোনও সাংবিধানিক অঙ্গ বা কর্তৃপক্ষ একা কাজ করতে পারে না। সংবিধানের কাজের ভিত্তি হল বিভিন্ন সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।'এছাড়া, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, একে অপরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই সংবিধানের মৌলিক লক্ষ্য।

প্রশান্ত কিশোরের "মৌন ব্রত", নীতিশ কুমার ১০ম বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ

পশ্চিম চম্পারণ, ২০ নভেম্বর : বিহারের প্রখ্যাত সমাজকর্মী এবং জনসুরাজ প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর বৃহস্পতিবার বিহারের ভিটিহরওয়া গান্ধী আশ্রমে "মৌন ব্রত" পালন করেন, কারণ তিনি বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসনও পেতে পারেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, নীতিশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঐতিহাসিক ১০ম বারের মতো শপথ গ্রহণ করেছেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য এনডিএ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, মঙ্গলবার একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছিলেন, ২০ নভেম্বর তিনি গান্ধী আশ্রমে এক দিনের "মৌন ব্রত" পালন করবেন। তিনি বলেন, 'আমি অতীত তিন বছরে যেভাবে কাজ করেছি, তার থেকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করব এবং আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করব। কোনো প্রশ্নই নেই, আমরা পিছিয়ে যাব না। যতক্ষণ না বিহারের উন্নতির জন্য আমার সংকল্প পূর্ণ করি, ততক্ষণ ফিরে আসব না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি বিহারের জনগণের কাছে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনি কেন তারা নতুন সিস্টেমের জন্য ভোট দেবেন। তাই আমি এক ধরনের শুদ্ধির জন্য গান্ধী আশ্রমে এক দিনের "মৌন ব্রত" পালন করতে যাচ্ছি। আমরা হয়তো কিছু ভুল করেছি, কিন্তু কোনো অপরাধ করিনি।'

এনডিএ শাসিত জোট নির্বাচনে বিপুল জয় অর্জন করেছে, বিজেপি ৮৯টি আসনে জয়ী হয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, এবং জনতা দল (ইউনাইটেড) ৮৫টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রথমবার অংশগ্রহণকারী জনসুরাজ একটিও আসন পায়নি।

নীতিশ কুমারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়, যা ২০০৫, ২০১০ এবং ২০১৫ সালে তার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের স্থান ছিল। ১৯৭৪ সালে এই ময়দানেই জয়প্রকাশ নারায়ণ ''সর্বজনীন বিপ্লব'' ডাক দিয়েছিলেন।

এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুশকর সিং ধামীসহ অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খান, এলজেপি (আরভি) প্রধান চিরাগ পাসওয়ানসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

হাকিমপুর চেকপোস্টে অবৈধ অভিবাসীদের সমাগম, নথি ও সরকারি সুবিধা গ্রহণের নতুন উদ্বেগ

বসিরহাট, ২০ নভেম্বর : হাকিমপুর চেকপোস্টে শীটে শুয়ে, জ্বর নিয়ে কাতরাচ্ছিলেন রোকেয়া বেগম। সাটখিরার বাসিন্দা রোকেয়ার উপস্থিতি, তাঁর সঙ্গে থাকা ভোটার আইডি, আধার কার্ড এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সুবিধার মতো নথিপত্রের কারণে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, যদিও তিনি বাংলাদেশি নাগরিক, তবুও তিনি ভারতের কিছু সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন।এক সাক্ষাৎকারে রোকেয়া বলেন, "আমি ছয় বছর আগে এসেছিলাম। সল্টলেকে ছিলাম। আমি ভোট দিয়েছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পেয়েছি, কারণ দুয়ার সরকারের মাধ্যমে আমার কার্ড তৈরি হয়েছিল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই, তাই আমি ফিরতে চাই।"

রোকেয়ার এই বক্তব্য আবারও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে যে, অবৈধ অভিবাসীরা কীভাবে নথিপত্র এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে। যদিও প্রতিটি অভিযোগের সরকারি যাচাই প্রয়োজন, তবুও রোকেয়ার ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ এটি চলমান বিশেষ তফসিল সংশোধন প্রক্রিয়ার সময় এই ধরনের উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।এদিকে, হাকিমপুর সীমান্তে গত চার দিন ধরে শতাধিক মানুষ অপেক্ষা করছে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করেছেন এবং বর্তমানে নিজের পরিচয়পত্র না থাকার কারণে দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছেন।

সাটখিরার অন্য এক বাসিন্দা আনোরা বেগম বলেন, "আমি তিন বছর ধরে উত্তর ২৪ পরগনার ডানলপে বসবাস করছিলাম। কিন্তু এখন স্যার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমি ফেরত যেতে চাই।" তিনি আরও জানান যে, এখন আরও বাংলাদেশি নাগরিক ফিরতে আসছেন।আরেক নারী, মেহরুন বিবি জানান, পাঁচ বছর আগে রাতে তাঁর পরিবারকে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং সেখানে তাঁরা বেআইনি ভাবে বসবাস করছিলেন। এখন তাঁর পরিবারও সীমান্তে অপেক্ষা করছে।হাকিমপুর সীমান্তে বহু অভিবাসী এমনভাবে সমবেত হয়েছেন, যারা অকপটে বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিলেন। এই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সমস্যা এবং তার সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রীয় নথিপত্রের ব্যবহারের প্রশ্নগুলি নতুন করে আলোচনায় আনে।এই প্রসঙ্গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিখিত প্রামাণিক বলেন, "এটি এখন পরিষ্কার, যে অনুপ্রবেশকারীরা এখানে আছেন। তাছাড়া, রাজ্য সরকার আমাদের বাউন্ডারি দেওয়ার জন্য জমি দিচ্ছে না। এটা সব বলে দেয়। এজন্যই স্যার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল।"তিনি আরও বলেন, "বিএলও-রা আত্মহত্যা করছেন, কারণ টিএমসি-র চাপের কারণে তাঁরা ফেক নাম তালিকায় যোগ করার জন্য বাধ্য হচ্ছেন।"

বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে পুর নিগমের কর্পোরেটর এবং আধিকারিকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ৫ মুখরোচক খাবার

ছুটির দিন সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে কিংবা নিরামিষের দিনে অনেক বাড়িতেই ছোলার ডাল হয়। ভাল করে রান্না করলে ছোলার ডালেরও স্বাদ অপূর্ব হতে পারে। কিন্তু অনেকেই ছোলার ডাল খুব একটা পছন্দ করেন না। তাই বলে ছোলার ডাল বাড়িতে ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ডাল হিসাবে না রেঁধে অল্প সময়ে বানিয়ে নিতে পারেন অন্য কোনও খাবার। ছোলার ডাল দিয়ে বানাতে পারেন এমন কয়েকটি নতুন পদের খোঁজ রইল।

ছোলার ডালের কাটলেট- মাছ কিংবা মাংসের কাটলেট তো খাওয়া হয়ই। মাঝেমাঝে স্বাদ বদলাতে ছোলার ডাল দিয়ে কাটলেট বানাতে পারেন। বানানোর ঝক্কিও বিশেষ নেই। সেদ্ধ ছোলার ডাল ভাল করে বেটে নিয়ে তার মধ্যে পাউরুটির গুঁড়ো, মশলা মিশিয়ে কাটলেটের আকারে গড়ে ভেজে নিলেই হবে।

পকোড়া- বৃষ্টির সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে মুখরোচক কোনও খাবার খেতে ইচ্ছা করে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু ছোলার ডালের পকোড়া বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর পকোড়া বানাতে চাইলে ছোলার ডাল, পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটো, সিলান্ট্রো ছাড়াও দিতে পারেন অ্যাভোকাডো। খেতে ভাল লাগবে।

স্যুপ- হঠাৎ গলাব্যথা হয়েছে? এমন হলে শক্ত খাবার গিলতে কষ্ট হয়। গলাব্যথা হলে স্যুপ উপযুক্ত খাবার। ছোলার ডাল দিয়েও বেশ সুস্বাদু স্যুপ বানাতে পারেন। সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সব্জি, ময়দা, রসুন দিয়ে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন স্যুপ। গলায় আরাম পাবেন।

ছোলার ডালের স্যালাড- ডায়েট করছেন যাঁরা, এই স্যালাড খেতে পারেন, জলে ভেজানো এবং সেদ্ধ ছোলার ডালের সঙ্গে শসা, টম্যাটো, পেঁয়াজকুচি, বিভিন্ন ধরনের হার্বস, লেবুর রস, বিটনুন একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন স্যালাড। বিকালের জলখাবারে থাকতেই পারে এই স্যালাড।

ছোলার ডালের ভেলপুরি-মুড়ি এবং সেদ্ধ ছোলার ডাল, দু'টো দিয়েই বানানো হয় এই খাবার। ওজন কমাবেন বলে অনেকেই বাইরের খাবার এড়িয়ে চলেন। স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে ডায়েটে রাখতেই পারেন এটি। একসঙ্গেই নিতে পারবেন স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন।

ওজন ঝরাতে সঙ্গে রাখুন সাত পানীয় দাওয়াই

দেহের অন্যান্য অংশের চেয়েও পেটের মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন সকলেই। শরীরচর্চা করতে শুরু করলে বুক, পিঠ, হাত এবং ঊরুর মেদ ঝরতে শুরু করলেও পেট বা কমোরের মেদ ঝরতে সময় লাগে বেশি। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, নিয়মিত কিছু পানীয় খেলে তাড়াতাড়ি কমতে পারে ওজন। অনেকেই এ ক্ষেত্রে লেবুর রস, মধু এবং উষ্ণ জলের উপর ভরসা করেন। তবে এই পানীয়টি ছাড়া আরও এমন অনেকগুলি পানীয় রয়েছে, যা খেলে মেদ ঝরতে পারে। ১) জিরে ভেজানো জল এই পানীয়ে ক্যালোরি নেই বললেই চলে। তাই বাড়তি মেদ জমার ভয় নেই। জিরে ভেজানো জল খেলে রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। নিয়মিত এই পানীয় খেলে শরীর থেকে "টক্সিন"ও দূর হয়। ২) গরম জলে লেবুর রস এবং মধু মেদ ঝরাতে এই পানীয়ের উপর ভরসা করেন অনেকেই। লেবুর রস, মধু দেওয়া উষ্ণ জল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দিতে সাহায্য করে। লেবুর রসে থাকা পেকটিন নামক ফাইবারটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে। ফলে বিপাকহার উন্নত হয়। ৩) মৌরি ভেজানো জল মৌরিতে থাকা বিভিন্ন খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট বিপাকহার উন্নত করে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত মৌরি ভেজানো জল খেলে পেটফাঁপা, হজমের সমস্যাও নির্মূল হয়। ৪) গরম জলে আমলকির রস ভিটামিন সি-র গুণে সমৃদ্ধ আমলকি মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমলকিতে থাকা "ক্রোমিয়াম" রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। ৫) আদা জল দেহের অন্যান্য অংশের মেদ ঝরে গেলেও পেটের চর্বি গলতে চায় না সহজে। আদায় থাকা "জিনজেরন" এবং "শোগাওল" পেটের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। নিয়মিত আদা, জল খেলে হজমের সমস্যা থাকে না।

৬) অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে থাকে অ্যাসেটিকঅ্যাসিড। এইঅ্যাসিডটিরক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যা পরোক্ষ ভাবে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ৭) সব্জির রস ওজন ঝরাতে গেলে এমন খাবার খেতে হবে, যেগুলির ক্যালোরি কম। তাই ওজন ঝরাতে অনেকেই নানা রকম সব্জির রস খেয়ে থাকেন। এই পানীয়টিও মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

বয়ঃসন্ধির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন অভিভাবকেরা

মা-বাবা কর্মরত, তাই সারা দিন তাঁদের সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না প্রান্তিকের। স্কুল থেকে ফেরার পর দীর্ঘ সময় বাড়িতে একাই থাকতে হয় তাকে। মা-বাবার সঙ্গে যে প্রান্তিকের সম্পর্ক খুব একটা খারাপ, তা নয়। বন্ধুদের অনেক কথা গল্পের ছলে মাকে বললেও নিজের মনের কথা বলতে ভয় পায় সে। মনোবিদেরা বলছেন, ব্যতিক্রম থাকলেও একটা বয়সের পর মা-বাবারা সন্তানের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

কিন্তু অল্প বয়সে প্রান্তিকের মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনেককেই। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় থাকা ছেলেমেয়েদের মনে পড়াশোনা, ব্যক্তিগত জীবন, মতামত, সিদ্ধান্তহীনতা সব কিছু নিয়েই দোলাচল লক্ষ্য করা যায়। অথচ কারও সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করে অনেকেই। মনের মধ্যে ভয়ও কাজ করে। বন্ধুরা অনেক সময়েই পাশে দাঁড়ায়। তবে সমবয়সি বন্ধুরা অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে খুব বেশি সমৃদ্ধ, তা তো নয়। সন্তানের মনের অন্ধকার কাটাতে সাহায্য করতে পারেন অভিভাবকেরাই। কিন্তু তার জন্য কী কী করতে হবে জানেন? ১) সন্তানের পাশে থাকুন যে কোনও পরিস্থিতিতে সন্তানের পাশে থাকুন। সে যেন আপনার সান্নিধ্যে নিরাপদ বোধ করে, সেই আশ্বাস দেওয়ার দায়িত্ব আপনারই। বিশ্বাস করে সন্তান যেন সব কথা বলতে পারে, সেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে অভিভাবকেই। ২) ওদের সঙ্গে সময় কাটান সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় সন্তানকে দেওয়ার চেষ্টা করুন। তাদের কিছু কিছু কথা কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সারা দিন স্কুল বা খেলার মাঠে কী হল না হল, তা শুনুন। সন্তানকে পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারেন। এই সময়টুকু বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে পারলেই ভাল। ৩) বেশি আগলে রাখবেন না সন্তান ছোট ভেবে তাকে সব ক্ষেত্রে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই। তা হলে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যেতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই অভ্যাসের ফলে সন্তানের নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে না। ৪) তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিন সন্তানকে ভাল-মন্দ বিচার করার শিক্ষা দিন। কিন্তু নিজের পছন্দ-অপছন্দ জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। এই অভ্যাস থেকেও সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকদের দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ৫) নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে দিন ছুটির দিন বাড়ি থাকলেই সন্তানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। তাকে নিজের মতো থাকতে দিন। আপনার পরামর্শ সন্তানের পাথেয় হোক, চাপ নয়।

পাঁচ নিয়ম মাথায় রেখে চললে বাড়িতেই হবে দোকানের মতো তুলতুলে কেক

শীতের মরসুম মানেই বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানোর প্রস্তুতি শুরু। কারও পছন্দ ফ্রুট কেক, কেউ আবার পছন্দ করেন ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। তবে বাড়িতে বানানো কেক স্বাদে ভাল হলেও দোকানের মতো নরম তুলতুলে হয় না অনেক ক্ষেত্রে। কখনও তাপমাত্রায় হেরফের হয়ে যায়, কখনও আবার উপকরণ কমবেশি হয়ে যায়। জেনে নিন, কেক তৈরির সময় কোন ৫ নিয়ম মাথায় রেখে চললে, বাড়িতে বানানো কেকও দোকানের মতো নরম এবং ফোলা হবে।

১) কেক বানানোর সব উপকরণ যাতে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে, সে দিকে সতর্ক থাকুন। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ কিংবা মাখন দিয়ে কেক বানাতে শুরু করবেন না। এই ভুলেই কেক ফোলে না।

২) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে ময়দা, চিনি, মাখনের এবং অন্যান্য উপকরণের পরিমাপ ঠিক রাখা ভীষণ জরুরি। উপকরণের মাত্রা এ দিক ও দিক হয়ে গেলেই দোকানের মতো কেক আর হবে না। বেকিংয়ের শখ থাকলে উপকরণ মাপার জন্য "বেকিং কিট" কিনে নিতে পারেন। আন্দাজ করে নয়, রেসিপি ঠিক করে জেনে নিয়ে তবেই কেক বানান।

৩) কেক, কুকি কিংবা মাফিন বানানোর সময় এক চিমটে নুন ব্যবহার করুন। এতে স্বাদ বাড়বে। ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ চালুনিতে ছেঁকে তবেই ব্যবহার করুন।

৪) চিনি আর মাখনকে যত বেশি সম্ভব নাড়িয়ে একেবারে মোলায়েম মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে "ক্রিমিং" বলে। ক্রিমিং ভাল হলে তবেই কেক নরম হবে। ময়দা মেশানোর সময় খুব বেশি ফেটানোর প্রয়োজন নেই। আলতো হাতে কেবল মিশ্রণের সঙ্গে ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিলেই হবে।

৫) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভেনটি "প্রি হিট" করা। অনেকেই প্রেশার কুকারে কেক তৈরি করেন। সে ক্ষেত্রেও কুকারটি গরম করে নিতে ভুলবেন না।

লুচি খাওয়ার পর জল খেলেই তো বিপদ

রাতে বিয়েবাড়ি আছে বলে সকাল থেকে বেশি কিছু খাননি। খিদে পেটে বুফের টেবিলে মটন বিরিয়ানি দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি। অনেকটা খেয়ে ফেলেছেন। খাওয়ার পরেই গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকটা পরিমাণে জল খেয়ে তো ফেললেন। এ বার সমস্যা হল, জল খাওয়ার পর থেকেই বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর জল খেলে তো হজম ভাল হয়!

তা হলে ফ্রিশ ফ্রাই, মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ খাওয়ার পর পুরো বিষয়টা উল্টে গেল কেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ঠান্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা জল, অতিরিক্ত তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ভাঙতে পারে না। উল্টে পেটের অস্বস্তি বেড়ে যায়। এমন সময়ে কোন ধরনের পানীয় খাওয়া উচিত? ১) ঈষদুষ্ণ জল তেলে ভাজা খাবার খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে সাধারণ তাপমাত্রার জল খেতে বারণ করেন অনেকেই। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ জল খেলে তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার হজম করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। পরিপাকতন্ত্রের পেশিগুলিকে সাবলীল রাখতেও সাহায্য করে ঈষদুষ্ণ জল। পাকস্থলীর রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে হালকা গরম জল।

২) স্যুপ খুব জলতেষ্টা পেলে বিভিন্ন সব্জি দিয়ে তৈরি স্যুপ খাওয়াই যায়। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজে ঠাসা এই স্যুপ শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। পরিমাণে একটু বেশি বিরিয়ানি খেয়ে ফেললে, তা হজমে বা পেটফাঁপার সমস্যাতেও দারুণ কাজ করে স্যুপ।

৩) প্রোবায়োটিক ড্রিঙ্ক অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রোবায়োটিক খাবার বা পানীয় খেতে বলা হয়। ভাজা, অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলে এই ধরনের পানীয় খাবার হজম করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

৪) মৌরি ভেজানো জল বেগুনি, আলুর চপ বা পেঁয়াজি খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি হলে মৌরি ভেজানো জল খেতে পারেন। অনেকে আবার এই পানীয়টি হালকা গরম করে খেতেও পছন্দ করেন।

৫) গ্রিন টি গ্রিন টি-র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। খাবার হজমে সহায়ক উতেচকগুলির উতাদন এবং ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদানটি। চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ফজম করতে গ্রিন টি-র জুড়ি মেলা ভার।

পাঁচ উপায়: খরচ করে ড্রাই ফ্রুট না কিনে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন

শীত পড়তেই বাজারে শুকনো ফলের রমরমা। কাজুবাদাম, কিশমিশ, কালো আঙুর, খোবানি, ডুমুর, কিউই, পিচ থেকে শুরু করে কত কী যে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। শীতকালে ড্রাই ফ্রুট কেনার চল একটু বেশিই চোখে পড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়ে চলে কেকের সিজন। ক্রিসমাস কেক, প্লাম কেক, রিচ ফ্রুট কেক সবেতেই শুকনো ফল দেওয়ার রেওয়াজ।

তবে এই সমস্ত ফল খেতে ভাল হলেও এদের দাম বিপুল। তাই ইচ্ছে থাকলেও সকলের পক্ষে সেই সব ফল কেনা সম্ভব হয় না। তাই বলে ড্রাই ফ্রুট খাওয়া বন্ধ থাকবে? একদম না। বাজার থেকে টাটকা ফল কিনে সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায় ড্রাই ফ্রুট।

১) টাটকা ফল বাছতে হবে

ড্রাই ফ্রুট তৈরি করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল বাজার থেকে বেছে ভাল মানের, পাকা ফল কেনা। ফলের মান যত ভাল হবে, ড্রাই ফ্রুট খেতে তত ভাল হবে। বাজার থেকে কেনা ফল ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, বীজ ফেলে দিয়ে, সমান ভাবে কেটে নিতে হবে। ২) যেন খয়েরি দাগ না হয় বাজার থেকে কেনা ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকনো করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। কাটা ফল অনেক সময়ে কালচে বা লালচে হয়ে যায়। যাতে তেমনটা না হয়, তার জন্য কাটা ফলে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে পারেন। অনেকে গুঁড়ো চিনিও ছড়িয়ে রাখেন।

৩) শুকিয়ে নিতে হবে

কাটা ফল শুকোনোর জন্য বেশ কিছু দিন কড়া রোদে রেখে দিতে হবে। কিন্তু কাটা ফলে মাছি বসলে, তাতে পচন ধরতে পারে। তাই পরিষ্কার একটি ট্রে-তে কাটা ফল সাজিয়ে, তার উপর পাতলা কোনও কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে পারেন।

৪) অভেনে শুকোনোর পালা

কাটা ফল বেশ কিছু দিন রোদে রাখলে, প্রাথমিক ভাবে রস শুকিয়ে যায়। তার পর বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট কাগজ বা বেকিং শিটের উপর ফলগুলি সাজিয়ে, একেবারে অল্প তাপমাত্রায় অভেনে রোস্ট করে নিন। ফলগুলি যাতে পুড়ে না যায়, তাই মাঝে মধ্যে অভেন খুলে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। তবে রোস্ট করার সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ফলগুলি থেকে রস টেনে গেলেও তা একেবারে শুকনো খটখটে না হয়ে পড়ে। ফলের গায়ে যাতে রস লেগে না থাকে, সে দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। ৫) সংরক্ষণ শুকনো ফল রাখার জন্য পরিষ্কার বায়ুরোধী শিশি প্রয়োজন। কারণ, হাওয়া-বাতাস লাগলে শুকিয়ে নেওয়া ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেকেই সিল করা প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে সেই সব ফল রাখেন, যাতে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

রোজকার কোন অভ্যাসে বদল আনলে চুল পড়ার সমস্যা কমবে?

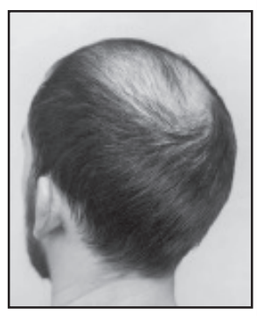

চুল ভাল রাখতে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সব বদলে ফেলেছেন। রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী নয়, ভেষজ প্রসাধনী ব্যবহার করছেন, তবুও চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই বশে আনতে পারছেন না? চুল আঁচড়ালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। সমস্যা কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে চিরুনিতেই। প্লাস্টিকের তৈরি চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে কিন্তু চুল বেশি ওঠে।

প্লাস্টিকের চিরুনির বদলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন। জেনে নিন, এই ছোট বদল কী ভাবে চুলের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

১) নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। এই কারণে চুলের গোড়ায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয়। মাথার ত্বক থেকে যে সেবাম বেরোয়, তা ত্বকের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয় কাঠের চিরুনি ব্যবহারে। নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। ২) চুলের যত সমস্যার মূল মাথার তালু। কারণ, খুশকি বা মৃত কোষ সবই জমে সেখানেই। প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়ে সেগুলির সঙ্গে প্রচুর চুলও উঠে আসতে থাকে। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে খুশকির সমস্যা দূর হয়।

৩) জট পড়া চুলে চিরুনি চালালে বেশি চুল ঝরে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহার করলে তাতে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়। এই কারণে চুল ছিঁড়ে ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এমন সমস্যা হয় না। চুল পড়া রুখতে তাই কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন।

'বিষ ফোঁড়া'

দীপক রঞ্জন কর

একদিন ছুটে যাই
বৈদ্যের পাড়াতে
গায়ে ব্যথা পায়ে ব্যাথা
হাঁটু ব্যাথা সারাতে।
জল পড়া তেল পড়ায়
শরীরটা ঝারাতে।

যেখানেই হাত লাগাই,
ছুঁলে ব্যাথা পাই,
বৈদ্য ছুঁলে তবে তখন
দেখি কিছু নাই।
আমি যেই ছুঁতে যাই,
অমনি ব্যথা পাই
যেইখানে ছুঁই ভাই
বেদনায় অস্থির তাই
হন্যে হয়ে শেষে ,
ডাক্তারের কাছে যাই।

ডাক্তার হেসে বলে
ব্যথা নয় তো
হাঁটু কিবা উড়াতে।
ব্যাথাটা কেবলই
হচ্ছে দেখ আঙ্গুলের গোড়াতে।
ব্যাথার উদ্ভব তোর
আঙ্গুলের বিষ ফোঁড়াতে।

কংগ্রেসের অভিযোগ: ভারতীয় কূটনীতির বিরুদ্ধে আরেকটি বড় ধাক্কা, ইউএস কমিশনের পাকিস্তানের সামরিক সাফল্য দাবি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : কংগ্রেস বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি কমিশনের প্রতিবেদনে 'পাকিস্তানের ভারত বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য' উল্লেখ করার পর ভারতের কূটনীতির বিরুদ্ধে এটিকে 'আরেকটি গুরুতর বিপর্যয়' বলে বর্ণনা করেছে। কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি এ বিষয়ে তাদের আপত্তি জানাবে?

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬০ বার দাবি করেছেন যে তিনি ''অপারেশন সিন্দুর'' থামিয়ে দিয়েছেন, তবে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ চুপ রয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, এই রিপোর্টটির বিষয়বস্তু ভারতের জন্য অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য।

কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বে থাকা এক নেতা জানান, ইউএস-চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড সিকিউরিটি রিভিউ কমিশন সম্প্রতি তার বার্ষিক রিপোর্ট মার্কিন কংগ্রেসে জমা দিয়েছে। এই কমিশনটি ইউএস সেন্ট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এতে ১২ জন স্বাধীন সদস্য আছেন

রমেশ বলেন, '২০২৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার। এর মধ্যে পৃষ্ঠা ১০৮ ও ১০৯-এ যে বর্ণনা রয়েছে, তা অবিশ্বাস্য এবং অপ্রত্যাশিত। এখানে এপ্রিল ২০২৫ সালের পাহালগাঁও সন্ত্রাসী হামলাকে পাকিস্তানের তৈরি ''গেরিলা হামলা'' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই রিপোর্টে ''পাকিস্তানের ভারত বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য'' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চারদিনের সংঘর্ষে,' এবং এই বক্তব্যকে তিনি অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেন।

জয়রাম রমেশ বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৬০ বার দাবি করেছেন যে তিনি ''অপারেশন সিন্দুর'' থামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একেবারে চুপ রয়েছেন। এখন এই রিপোর্টটি সামনে এসেছে, যা ভারতকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।'

রমেশ তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেছেন, 'চীনের ভূমিকা ৭-১০ মে ২০২৫ তারিখে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকিস্তান তাদের সামরিক অভিযানে চীনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং চীনা গোয়েন্দা তথ্যও ব্যবহার করেছে। সংঘর্ষটি শুরু হয়েছিল ভারতের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, যেখানে ২৬ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন। এই সংঘর্ষে, দুটি দেশই একে অপরের সীমান্তে অতিরিক্ত দূরত্বে আক্রমণ করেছে, যা ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী আক্রমণ ছিল।'

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের সামরিক সাফল্য ভারতের বিরুদ্ধে চীনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শন। যদিও এই সংঘর্ষকে ''প্রক্সি যুদ্ধ'' হিসেবে বর্ণনা করা অতিরিক্ত হবে, তবে বেইজিং সুযোগসন্ধানীভাবে এই সংঘর্ষকে ব্যবহার করেছে তার অস্ত্রের উন্নততা পরীক্ষা এবং প্রদর্শনের জন্য, যা ভারতসহ অন্যান্য অঞ্চলে চীনের সীমান্ত উত্তেজনা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের লক্ষ্যসমূহে উপযোগী।'

রিপোর্টের এই বিষয়গুলো নিয়ে কংগ্রেস দাবি করছে যে ভারতীয় কূটনীতির জন্য এটি আরেকটি বড় ধাক্কা। জয়রাম রমেশ সংশয় প্রকাশ করেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানাবে?' তিনি এক্স-এ রিপোর্টের স্ক্রীনশট শেয়ার করেছেন এবং এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য সচিব পূর্ণা সালিলা শ্রীবাস্তবের বক্তব্য: ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের সঙ্গে মন্ত্রকগুলোর শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রয়োজন

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পূর্ণা সালিলা শ্রীবাস্তব আজ বলেন, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করা এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।

তিনি আজ রাজধানী নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডিউসার্স অর্গানাইজেশন-এর ৬০তম বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানকালে এ কথা বলেন।

শ্রীবাস্তব আরও বলেন, ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে উদ্ভাবনকে আরও উৎসাহিত করার জন্য এবং পরিমাণভিত্তিক উৎপাদন থেকে মানভিত্তিক উৎপাদনে রূপান্তর প্রয়োজন।

তিনি এও জানান, ওপিপিআই -কে ভারতে গবেষণা এবং উন্নয়নের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত, যাতে ভারত বিশ্বের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানে ওপিপিআই -এর ৬০ বছরের যাত্রা তুলে ধরতে একটি কফি টেবিল বইও প্রকাশিত হয়।

এ ধরনের উদ্যোগগুলি ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন দিশা নির্দেশ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণবের ঘোষণা: ২০৩২ সালের মধ্যে সেমি-কন্ডাক্টর চিপ তৈরিতে ভারত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সমান হবে

সিঙ্গাপুর, ২০ নভেম্বর : ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ভারত আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে সেমি-কন্ডাক্টর চিপ তৈরির ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সমান হবে। তিনি এই মন্তব্য করেছেন ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে সিঙ্গাপুরে বক্তৃতা দেওয়ার সময়।

মন্ত্রী বৈষ্ণব আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে তাদের প্রকাশিত তথ্যের জন্য দায়িত্বশীল হতে হবে, যাতে সমাজে বিশ্বাসের স্তর শক্তিশালী করা যায়।

তিনি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাবের কারণে নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশ্বাসের ক্ষয় আরও বাড়ছে, যা উদ্বেগের বিষয়। মন্ত্রী বলেন, ডিপফেক ভিডিও, সিনথেটিক উপকরণ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়া গুজবগুলি সমাজে বিশ্বাসের ভিত্তিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বৈষ্ণব মন্ত্রী ভারতের ডিজিটাল গভর্নেন্সের টেকনো-লিগ্যাল দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে বলেন, 'ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট একটি নীতিমূলক আইন হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, এই ধরনের আইন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঠামো, কারণ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত বিধিনিষেধের আইন উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এছাড়াও, ভারতের আগামী অক্টোবর মাসে ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরাম আয়োজনের কথা ঘোষণা করে মন্ত্রী বৈষ্ণব বলেন, 'ভারত একটি স্থিতিশীল নীতি ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষিত সরলীকরণ, সুদৃঢ় প্রবৃদ্ধি এবং খুবই মৃদু মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ বজায় রেখে বিশ্ব অর্থনৈতিক রূপান্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা চালিয়ে যাবে।'

মন্ত্রীর এই বক্তব্যটি ভারতকে আগামী বছরের জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশে আরও শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে সাহায্য করবে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/KLSD/2025-26 dated 18/11/2025

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 27-11-2025 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No: 32/EE/KLSD/2025-26	21,64,452.00	43,289.00	90 Days	Upto 15.00 Hrs on 27/11/2025	At 16.00 Hrs 27/11/2025	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No: 33/EE/KLSD/2025-26	24,04,453.00	48,089.00	90 Days				
3	DNIT No: 34/EE/KLSD/2025-26	22,28,350.00	44,567.00	90 Days				
4	DNIT No: 35/EE/KLSD/2025-26	24,21,545.00	48,431.00	90 Days				
5	DNIT No: 36/EE/KLSD/2025-26	22,58,963.00	45,179.00	90 Days				
6	DNIT No: 37/EE/KLSD/2025-26	23,54,023.00	47,080.00	90 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

ICA/C-3032/25

ভারত রেকর্ড প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও রপ্তানি অর্জন করেছে, ২০২৪-২৫ সালে ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা উৎপাদন অর্জন করেছে, যা দাঁড়িয়েছে ১.৫৪ লক্ষ কোটি রুপি। একই সাথে, প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২০২৪-২৫ সালে রেকর্ড ২৩,৬২২ কোটি রুপি পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা ২০১৪ সালে ছিল এক হাজার কোটি রুপি থেকে কম। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে এই উল্লম্ফনটি গত এক দশকে সরকারের ধারাবাহিক সহায়তার ফলস্বরূপ। সরকারের পক্ষ থেকে বিপুল বরাদ্দ এবং নীতি স্তরের সহায়তার মাধ্যমে দেশের সামরিক শিল্পের ভিত্তি শক্তিশালী করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যে জানা গেছে, ২০১৩-১৪ সালে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ২.৫৩ লক্ষ কোটি রুপি, যা ২০২৫-২৬ সালে বেড়ে ৬.৮১ লক্ষ কোটি রুপি হয়েছে। এটি সরকারের সামরিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এছাড়া, সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি রুপি প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং ৫০ হাজার কোটি রুপি প্রতিরক্ষা রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে ভারতকে একটি বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যও অর্জন করা হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই উল্লম্ফন ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে নতুন দিশা দেখাবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খলায় ভারতকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে।

জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশন: স্বাস্থ্য গবেষণা ও ভ্যাকসিন নেতৃত্বে ভারতের অগ্রগতি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা আজ বলেছেন, গত দশকে ভারত আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্য গবেষণা ও ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় ওয়ান হেলথ অ্যাসেম্বলি ২০২৫-এ এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, দেশটি এখন একটি উদ্ভাবনী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রযুক্তির অগ্রগতি, শক্তিশালী গবেষণা সক্ষমতা এবং দ্রুত বর্ধমান স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম দ্বারা চালিত।মন্ত্রী উল্লেখ করেন, জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশনের সূচনা ভারতের মহামারি প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা ১৬টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরকে একত্রিত করে মানব, পশু ও পরিবেশের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে কাজ করতে সহায়তা করবে।

তিনি দেশীয় প্রযুক্তির উদাহরণ হিসেবে ট্রুন্যাট, পাথোডিটেক্ট, ক্রিসপার-এর মতো উদ্ভাবনী মেড-টেক স্টার্ট-আপগুলির কথা তুলে ধরেন, যা দ্রুত ও সঠিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।নাড্ডা আরও বলেন, ভারতের ভ্যাকসিন নেতৃত্ব অসাধারণ, কারণ ভারত কোভ্যাক্সিন, কোর্বিভ্যাক্স ও কোভিশিল্ডের মতো দেশীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে এবং একশোরও বেশি দেশে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে।

তিনি যোগ করেন, জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশনের আওতায় গঠিত নেটওয়ার্ক মহামারি ও সংক্রামক রোগের উদ্ভবের আগাম সংকেত চিহ্নিত করে, সমস্ত সেক্টরে স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করবে।এছাড়া, জাতীয় ওয়ান হেলথ অ্যাসেম্বলি-তে কথা বলেন, নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ড. ভি কে পল। তিনি বলেন, জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশন একটি অত্যন্ত সমন্বিত, উচ্চাভিলাষী ও ভবিষ্যতপ্রস্তুত কাঠামো যা দেশে গঠন করা হয়েছে। ড. পল উল্লেখ করেন, এই মিশন শুধু একটি সাময়িক প্রকল্প নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি, যা মহামারি প্রস্তুতি ও সমন্বিত রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

PNIe-T NO:-55/EE-I/2025-26, Dated 12/11/2025

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 29-11-2025 for 01 (One) No. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-3026/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued Notice Inviting Tender for supply of Chain Link Mesh Size 100 mm x 100 mm, height 1.50 m, SWG 8 or 4 mm and GI Barbed wire (0.38 kg/100 mtr) in kg of CAMPA scheme during 2025-26 of Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3-48/Dev/Tender- Quotation/SDFO(KGT)/2025-26/8119-44 dated. 12.11.2025. For further details see the website:- www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

ICA/C-3042/25

Sd/-
(SDFO, Kumarghat)

CORRIGENDUM

Please read Ward No-01 in place of Ward No-02 as mentioned in the Advertisement vide No.F.1(2)-CDPO/ICDS/TLM/NP/2016/270(3), dated 14/11/2025 while all other contents will remain. unaltered as thereof in the original Advertisement.

This is for kind information to all concerned.

Child Development Project Officer
Teliamura (NP) ICDS Project
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/D-1382/25

P'NIeT No.: 16/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2025-26 Dated: 18/11/2025

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e- procurement portal:

NIT No.	16/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2025-26
Name of Work	Construction of RCC drain at Ch. 0.525 km at 32 Card road during the year 2025-26 SH: -RCC drain and other allied works etc.
Estimated Cost	* 24, 15,076.65 (Rupees Twenty Four Lakh Fifteen Thousand Seventy Six and Paisa Six Five) only
Time of Completion	90 (Ninety) Days
Earnest Money	* 48,302.00 (Rupees Forty Eight Thousand Three Hundred Two) only
Last date and time of submission of Bid	25/11/2025 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD(R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura

ICA/C-3023/25

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইভিএম ফার্স্ট-লেভেল চেকিং (এফএলসি) শুরু হবে আজ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২১ নভেম্বর নিউটাউন, কলকাতায় প্রথম পর্যায়ের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ফার্স্ট-লেভেল চেকিং (এফএলসি) অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) একটি দল, যার নেতৃত্বে রয়েছেন শ্রী গ্যানে ভরতি, সিনিয়র উপ নির্বাচন কমিশনার, এ কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন। এই দলটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ গহীন পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে আসছে।এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মধুসূদন গুপ্ত এবং ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পি সি মণ্ডল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচনী অফিসার কার্যালয় সমস্ত ২৪ জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের (ডিইও) এফএলসি চেকিং কর্মশালায় অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চলমান এসআইআর কার্যক্রমের মধ্যে, নির্বাচন কমিশন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে, যা আগামী বছরের এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ইসি''র চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল, যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন উপ নির্বাচন কমিশনার গ্যানে ভরতি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কার্যক্রম পর্যালোচনা করছে এবং ২১ নভেম্বর থেকে ইভিএম চেকিং প্রক্রিয়া শুরু করবে। প্রতিনিধি দলটি সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে সাক্ষাৎ করে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে এমন ইভিএম মেশিনগুলোর প্রদর্শন করবে বলে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৮০, ৬৮১টি বুথ রয়েছে, যা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রায় ৯৫,০০০-এ পৌঁছাবে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, প্রায় ১.৩০ লাখ ব্যালট ইউনিট এবং কন্টোল ইউনিট এবং ১.২৫ লাখেরও বেশি ভিভিপ্যাট মেশিনের প্রয়োজন হবে।

'১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, সব ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনগুলো পর্যায়ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে। চেকিং প্রক্রিয়া ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে,' জানান ইসি-র এক সিনিয়র কর্মকর্তা। তিনি আরও বলেন, 'প্রথমে জেলা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের সামনে চেকিং প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হবে। এর পরে, প্রতিটি জেলা প্রশাসন ইভিএমের ফার্স্ট-লেভেল চেকিং শুরু করবে, যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে হবে।'

এই প্রতিনিধি দলটি বুধবার নদীয়া জেলায় এসআইআর কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছে। তারা জেলা প্রশাসনকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে এসআইআর রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা মনোজ আগরওয়াল জানান, 'এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলছে। রাজ্যে মোট ৭.৬৬ কোটি ভোটার রয়েছে, যার মধ্যে ৭.৬৪ কোটি এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে, যা মোটের ৯৯.৭২ শতাংশ। এর মধ্যে ১.৪৮ কোটি ফর্ম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।'

ইসি দলটি নদীয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আনিষ দাসগুপ্ত ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকও করেছে। এই বৈঠকে এসআইআর অগ্রগতি এবং ভোটারদের সঠিক শনাক্তকরণ ও ছবি তোলার মতো মাঠের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এরপর, ইসি দলটি মুর্শিদাবাদে পৌঁছে সেখানে জেলা কর্মকর্তাদের সাথে এসআইআর ডিজিটালাইজেশন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে। বৃহস্পতিবার, তারা মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শন করবে।

২১ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এসে, ইসি দলটি শুক্রবার সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে বৈঠক করবে এবং ফার্স্ট-লেভেল চেকিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবে। এটি ইসি দলের এই মাসের দ্বিতীয় সফর, যা পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ভারতে ইউএই নাগরিকদের জন্য ভিসা-অন-অ্যারাইভাল সুবিধা সম্প্রসারণ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারত ইউএই নাগরিকদের জন্য ভিসা-অন-অ্যারাইভাল (ভিওএ) সুবিধা সম্প্রসারণ করেছে, যা এখন কোচি, ক্যালিকট এবং আহমেদাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও উপলব্ধ হবে। এর ফলে, ইউএই নাগরিকরা এখন নতুন দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ সহ মোট নয়টি প্রধান আন্তর্জাতিক প্রবেশপথে এই সুবিধা পাবেন।

এই সুবিধাটি কেবল ইউএই নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য, যারা পূর্বে ভারতীয় ই-ভিসা বা সাধারণ কাগজে ভিসা পেয়েছেন। ইউএই নাগরিকরা এই স্কিমের আওতায় ভারত প্রবেশ করলে তারা ৬০ দিনের জন্য থাকাতে পারবেন এবং এটি পর্যটন, ব্যবসা, সম্মেলন বা চিকিৎসার জন্য হতে পারে। ভিসাটি ৬০ দিনের মধ্যে দুটি প্রবেশের সুযোগ প্রদান করে। আবেদনকারীদের অবশ্যই ছয় মাসের মেয়াদী পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং তারা অর্থ, আবাসন এবং ফিরে যাওয়ার বা পরবর্তী গন্তব্যের যাত্রা সম্পর্কে প্রমাণ দিতে হতে পারে।

ভিসা-অন-অ্যারাইভাল সুবিধাটি ওই সমস্ত ইউএই নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়, যাদের বাবা বা দাদী পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা তারা পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা। ভিসা-অন-অ্যারাইভাল এর ফি ২,০০০ রুপি বা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি যাত্রীর জন্য, যার মধ্যে শিশুদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক বছরে ইউএই নাগরিকরা এই সুবিধা একাধিকবার নিতে পারেন, এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। এই সম্প্রসারিত সুবিধা ভারত ও ইউএই এর মধ্যে পর্যটন, ব্যবসা এবং চিকিৎসা সফরের জন্য মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে, এবং দুই দেশের মধ্যে চলাচলকে আরও সহজতর করবে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রায়: সাধারণ নির্বাচনের জন্য নন-পার্টিসান কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন

ঢাকা, ২০ নভেম্বর : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নন-পার্টিসান কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেছে। আদালত ২০১১ সালের সেই রায় বাতিল করেছে, যেখানে কেয়ারটেকার সরকারের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অনুযায়ী, ১৪তম সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নন-পার্টিসান কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হবে। ১৩তম নির্বাচন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রফাত আহমেদের নেতৃত্বে, সাত সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে এই রায় প্রদান করেছে। এটি ১৯৯৬ সালে আনা ১৩তম সাংবিধানিক সংশোধনীর পুনঃপ্রবর্তন করছে, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে একটি তৃতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

আদালত ২০১১ সালের রায়ের বিরুদ্ধে করা দুটি আপিল এবং চারটি পুনঃবিচার আবেদন মঞ্জুর করেছে। এই আবেদনকারীদের মধ্যে বিএনপি, জামাত-এ-ইসলামী, সিভিল সোসাইটি সদস্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা ছিলেন। তারা দাবি করেছিলেন, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কেয়ারটেকার সরকারের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ব্যবস্থা প্রথম ১৯৯৬ সালে ৯০ দিনের জন্য নির্বাচন পরিচালনার জন্য চালু করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১১ সালে ১৫তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তখন ১৩তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল।

বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, 'আজকের রায় পূর্ববর্তী কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেছে। এটি পরবর্তী সংসদ ভেঙে দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।'

এখন, পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার, প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ ইউনুসের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে, তবে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হবে বলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ জানিয়েছে।

বিএনপি-র সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদিন, যিনি আদালতে দলটির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, নতুন রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আজ জাতি খুশি, কারণ তাদের ভোটের অধিকার পূর্ণ হয়েছে।' ২০১১ সালের রায়টি ছিল সেই সময়ের প্রধান বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হকের নেতৃত্বে। সম্প্রতি, খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়, কারণ তাকে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে একটি রায়ে বলা হয়েছিল, কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বাতিলের ফলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাসিনার সরকার সংসদে এই ব্যবস্থা বাতিল করেছিল, যদিও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা ছিল ব্যাপক।

১৯৯৬ সালে কেয়ারটেকার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এরপর এটি বাতিল হলে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, নিরপেক্ষ নির্বাচন-কালীন সরকার দাবি করে এবং শেখ হাসিনার পক্ষকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলে।তবে হাসিনার আওয়ামী লীগ দল দাবি করে, তারা সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে অ সংবিধানিক শক্তিগুলোর ক্ষমতায় আসা প্রতিরোধ করেছে।

নির্বাচন পরবর্তী নীতিশ কুমারের শপথগ্রহণে মোদীর ”গামছা” সাইন-অফ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : জনতা দল (ইউনাইটেড) সভাপতি নীতিশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১০ম বারের মতো শপথ গ্রহণ করেছেন। পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল এক উল্লাসের পরিবেশ, যেখানে হাজার হাজার সমর্থক নীতিশ কুমার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-এর শীর্ষ নেতারা। বিহারের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে, যা অনুষ্ঠানটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

নীতিশ কুমার ও অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের পর, মোদী এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য সৃষ্টি করেন, যখন তিনি গামছা উঁচু করে জনতার দিকে নেড়ে দেন। জনতা মুহূর্তেই সেই উত্তেজনায় গামছা উঁচু করে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই বিশেষ ইশারা মোদীর পক্ষ থেকে ছিল এক প্রকার ”সাইন-অফ”, যেন নতুন বিহার সরকারের শপথ গ্রহণের পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য আগাম শুভেচ্ছা ও সমর্থন প্রদর্শন করা হয়েছে।

আগে, ১৪ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী মোদী বিজেপি সদর দপ্তরে প্রবেশ করার সময়ও গামছা নেড়ে একটি প্রতীকী ইশারা দিয়েছিলেন, যখন এনডিএ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল।

এনডিএ নির্বাচনে ২০২টি আসন লাভ করেছে, যার মধ্যে নীতিশ কুমারের জেডি(ইউ) পেয়েছে ৮৫টি আসন। নীতিশ কুমার বর্তমানে বিহারের অষ্টম দীর্ঘমেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী, এবং এই মেয়াদ শেষ হলে তিনি সর্বকালের দীর্ঘমেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হবেন, সিকিমের নেতা পবন চামলিংকে পেছনে ফেলবেন, যিনি ২৪ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

শপথগ্রহণের দিন, বিজেপি নেতা সাম্রাট চৌধুরী, বিজয় সিনহা, দিলীপ জৈসভালসহ ১৯ জন বিধায়কও শপথ নেন এবং তাঁরা নতুন সরকারের মূল অংশ হিসেবে কাজ করবেন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই অভিজ্ঞ নেতা।

ইডি'র অভিযান, একাধিক স্থান থেকে উদ্ধার হলো কোটি টাকার জাল সরবরাহ আদেশের কেলেঙ্কারি, উদ্ধার ১৪.৫ লাখ টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর — গুয়াহাটি, কোচবিহার, তেজপুর এবং নতুন দিল্লির ছয়টি স্থানে একযোগী অভিযান চালিয়ে ১৪.৫ লাখ টাকা নগদ, বিলাসবহুল গাড়ি ও একাধিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)। এটি ছিল একটি চলমান তদন্তের অংশ, যার লক্ষ্য ছিল রিষিরাজ কৌন্ডিন্যা, বিজু দাস, মুকেশ জৈন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে।

এই তদন্তটি 'পিএমএলএ' (প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) ২০০২ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে একটি বড় ধরনের জাল সরবরাহ আদেশ কেলেঙ্কারির তদন্ত চলছে। অভিযোগ উঠেছে যে, এই ব্যক্তি ও তাদের সহযোগীরা বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিল, যেমন দিমা হাসাও এবং মিসিং স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলের নামে জাল সরবরাহ আদেশ ইস্যু করতেন।

ইডি”র তদন্ত অনুসারে, অভিযুক্তরা সরকারি নথি, যেমন জাল সরবরাহ আদেশ, জাল স্বাক্ষর, জাল চেক এবং ভুয়ো পেমেন্ট ক্লিয়ারেন্স নোট তৈরি করে একটি সু-সংগঠিত অপরাধ চক্র চালাত।

এই জাল নথিগুলি সরবরাহকারীদের দেখানো হতো এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্যের জন্য উচ্চমূল্যের অর্ডার নেওয়া হতো, যেমন: কম্বল, তারপলিন, রঞ্জিত তুলা।

সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নথি গ্রহণের আগে বড় কমিশন প্রদান করতে বাধ্য করা হতো। এর পর, পণ্য সরবরাহ হয়ে গেলে অভিযুক্তরা সেগুলি অবৈধভাবে বাজারজাত করত এবং সরবরাহকারীদের কোন টাকা পরিশোধ করত না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ গ্রহণ করবে না : সজীব ওয়াজেদ জয়

ঢাকা, ২০ নভেম্বর : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে এবং প্রাক্তন আইসিটি উপদেষ্টা সাজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, ভারত সম্ভবত বাংলাদেশের সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করবে না, যাতে তার মাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি করার জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারত সব সময় একটি ভালো বন্ধু হিসেবে ছিল এবং সংকটের সময় ভারত আমার মায়ের জীবন বাঁচিয়েছে। যদি তিনি বাংলাদেশে না ছাড়তেন, তাহলে বিদ্রোহীরা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। তাই আমি প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকারকে চিরকাল কৃতজ্ঞ।'

'আমি মনে করি, তারা (নয়াদিল্লি) জানেন কিভাবে এই প্রত্যর্পণ অনুরোধটি মোকাবিলা করতে হবে। আমি মনে করি ভারত সরকার এমন অবৈধ অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানাবে না। আমার আসলে এই বিষয়ে কোনো মতামত নেই কারণ আমি ভারতীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং তাদের আইনের শাসনে বিশ্বাস রাখি।'

জয় বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জুলাই আন্দোলন 'ভুলভাবে পরিচালনা' করেছে। 'আমাদের সরকার, গত বছরের প্রতিবাদের সময়, হ্যাঁ, প্রথমে কিছু ভুল পরিচালনা হয়েছে। প্রতিবাদগুলো সহিংস হয়ে উঠেছিল। আমাদের সরকার সহিংসতা থামানোর চেষ্টা করেছিল। তবে হ্যাঁ, এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আপনি একটি অ নির্বাচিত সরকারকে এক বছর এবং তার বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় দেখেছেন। সবকিছু অগণতান্ত্রিকভাবে করা হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার শেখ হাসিনাকে এবং তার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পান। তিনি দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হয়েছিলেন।

হাসিনা গত বছর আগস্টে ছাত্র নেতৃত্বাধীন একটি গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। তারপর তিনি ভারতে পালিয়ে যান, যেখানে তিনি বর্তমানে অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশ সরকার গত বছরের অক্টোবর মাসে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিচার শুরু করার পর প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার দিল্লিতে 'নোট ভারবাল' পাঠিয়ে এই আবেদন জানায়, যা প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় করা হয়।

এই বছরের জুনে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। যদিও একটি মামলা শেষ হয়েছে, ভারত সরকার এখনও প্রত্যর্পণ আবেদনটির প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

অক্টোবর মাসে, ঢাকা থেকে আসা চিঠির বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'নয়াদিল্লি এই প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত আইনি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছে।'

সোমবারের মৃত্যুদণ্ডের পর, অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনা এবং কামালের ফিরিয়ে আনার জন্য আবারও তার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই দু”জন পলাতক আসামিকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তাদেরকে জুলাই আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'যে কোনো দেশ এই দু”জন আসামিকে আশ্রয় দিবে, তা ন্যায়বিচারের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা এবং অসম্মানজনক হবে।'

'আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা এই দুই আসামিকে অবিলম্বে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করুক। এটি ভারত সরকারের একটি আইনি বাধ্যবাধকতা, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায়।'

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এবং আসিফ নাজরুল নিশ্চিত করেছেন যে, ঢাকা আরও একটি চিঠি দিল্লিতে পাঠাবে হাসিনার প্রত্যাবাসনের জন্য।

মুখ্য প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আরও জানান, ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ প্রচেষ্টা চালানো হবে।

অরুণাচল শিশু অধিকার কমিশনের রিপোর্ট: ৬ মাসে ২৬,০০০ মামলা নিষ্পত্তি, ২,৩০০ শিশু উদ্ধার

ইটানগর, ২০ নভেম্বর — জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর) জানিয়েছে, গত ছয় মাসে সারা দেশে প্রায় ২৬,০০০ শিশু অধিকার সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২,৩০০ এর বেশি শিশু উদ্ধার করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি ভারতের শিশু সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলির বৃহৎ আকারকে প্রতিফলিত করে।

এনসিপিসিআর-এর শিশু অধিকার, পকসো এবং বিশেষ সেলের বিভাগীয় প্রধান, পরেশ শাহ বলেন, শিশু অধিকার লঙ্ঘন শুধুমাত্র “সংখ্যা” নয়, প্রতিটি মামলা একটি শিশুর এবং তার পরিবারের গল্পকেই প্রতিনিধিত্ব করে, যার ভবিষ্যৎ সময়মতো কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের উপর নির্ভর করে। শাহ, সম্প্রতি আরুণাচল প্রদেশে অনুষ্ঠিত শিশু অধিকার আইন বাস্তবায়নে গ্যাপ এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি রাজ্যস্তরের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি রাজ্যের প্রতিটি শিশুকে সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, শক্তিশালী আইন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সেগুলি যথাযথ মনিটরিং, ব্যাপক সচেতনতা এবং সমন্বিত বাস্তবায়ন ছাড়া যথেষ্ট নয়। তিনি আরও জানান যে, এই সময়কালে এনসিপিসিআর ১,০০০ এর বেশি শিশুকে তাদের নিজ জেলা ফিরে পাঠানোর কাজও করেছে, যা প্রযুক্তি-ভিত্তিক নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে। ভবিষ্যতে, শাহ বলেন, কমিশনের অগ্রাধিকারে রয়েছে শিশুদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, শিশুকিশোর যৌন নির্যাতনের উপাদান প্রতিরোধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিশু সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়নে নতুন কৌশল প্রয়োগ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল কর্তৃপক্ষ, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে একটি সমন্বিত দায়িত্বশীলতা অপরিহার্য। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে অব্যাহত সক্ষমতা বৃদ্ধি, নাগরিক সচেতনতা এবং প্রথম সারির কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরুণাচল প্রদেশের এসসিপিসিআর চেয়ারপারসন, রতন অন্নয়া রাজ্যের শিশু সুরক্ষা পরিস্থিতির মূল্যায়ন উপস্থাপন করে, সুরক্ষা, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ফাঁক চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি “গুরুতর দুর্বলতা” প্রদর্শন করেছে, যদিও একটি শক্তিশালী আইনগত কাঠামো রয়েছে, যা পকসো তদন্ত, অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, শিশু পাচার ও শিশু শ্রম প্রতিরোধে অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা, সিওটিপিএ আওতাধীন তামাক বিরোধী আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতা এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত মনিটরিং-এর চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরে।অন্নয়া এনসিপিসিআরকে আরও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষা দপ্তরকে স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে ধারাবাহিক অডিট পরিচালনা করার সুপারিশও করেন। রাজ্য শিক্ষা কমিশনার আমজাদ তটক এ সময় জেলা কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়মগুলি গুরুত্ব সহকারে মেনে চলুন এবং এনসিপিসিআর দ্বারা নির্দেশিত স্কুলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল অনুযায়ী অডিট সম্পন্ন করুন।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ভুগছিলেন। তাই প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক রোগের কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

তবে পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। তবে সঠিক কারণ নির্ধারণের জন্য বাইখোড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আগরতলা পুর নিগমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার আগরতলা পুরনিগমের মেয়রের উপস্থিতিতে কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে। আজ আগরতলা পুর নিগমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমত বৃহত্তর আগরতলার জন্য ড্রাফট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। মুভিলিটি প্লান অফ আগরতলা সিটি তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলাকে বর্ধিত করে আগামী ২০ বছরে কি কি চাহিদা থাকতে পারে তাকে সামনে রেখে আগরতলাকে বর্ধিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠকে টুডার কমিশনার মিহির কান্তি গোপ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী কুড়ি বছরে আগরতলা শহরে কত সংখ্যক লোক হতে পারে এবং কি কি প্রয়োজন হতে পারে তাকে সামনে রেখে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। এক মাসের সময়সীমা দিয়ে দাবি আপত্তি ও জনগণের মতামত গ্রহণ করা হবে।

এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, রাজধানী আগরতলা শহরের লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু তুলনা মূলকভাবে রাস্তাঘাট বড় করা যাচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সর্বক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষ আগরতলাকে ব্যবহার করছেন। স্বাভাবিক কারণে আগরতলা শহরের উপর চাপ বাড়ছে। সে কারণেই আগরতলাকে বর্ধিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এখন থেকেই জায়গা নির্ধারণের কাজ শুরু হয়েছে।

মেয়র বলেন, যানজট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সমস্যার নিরসন করতে হবে। পরিশ্রুত পানীয় জলসহ নানা বিষয়ে প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। সাংবাদিকদের অবহিত করে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্য সরকার আগরতলা পৌর নিগমকে ৩৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। আজ কাউন্সিল মিটিংয়ে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকার উন্নয়নের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানান মেয়র। আগরতলা পুর নিগম এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেয়র। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়র জানান ৪৯ টি গাওসভাকে আগরতলা পৌর নিগমের অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর আগরতলা তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ ২০ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে আগামী ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রতিদিন রাত্র ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে। বিএনএস ২০২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধা সামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশের সদস্যগণ, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক প্রদত্ত বৈধ অনুমতি পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মীগণ এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএস-র ২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৃষকদের সহায়তায় ধান কাটার কর্মসূচি হাতে নিল উদ্যোগে কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চা ও দক্ষিণ কদমতলা শক্তি কেন্দ্রের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২০ নভেম্বর: সামাজিক কাজে এগিয়ে এলো যুব মোর্চার সদস্যরা। কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চা ও দক্ষিণ কদমতলা শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকায় কৃষকদের সহায়তায় ধান কাটা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলো। এদিন স্থানীয় শক্তি কেন্দ্রের প্রমূখ,আকবর আলী ও কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চার সম্পাদক ঝুনু মিয়ার নেতৃত্বে যুব মোর্চার প্রায় ৪০ জন সদস্যরা মিলে দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে বাসিন্দা আব্দুল হান্নানের একখানি পাকা ধান কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মান্না দে, কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ নাথ,যুব মোর্চার সহ-সভাপতি জন্মজিৎ কানু সহ মন্ডলের অন্যান্য সদস্যরা।

উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিবছরই কদমতলা মন্ডলের উদ্যোগে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এবছর এই প্রথম দক্ষিণ কদমতলা শক্তি কেন্দ্রের এই বিশেষ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় তারা আগামী দিনে কদমতলা ব্লক এলাকার প্রত্যেকটি শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগ এই ধানকাটা কর্মসূচি অব্যাহত রেখে গ্রামীন কৃষকদের পাশে দাঁড়াবেন বলে জানান অমিতাভ নাথ।

তিনি আরো বলেন, কৃষক যেকোনো রাজনৈতিক দলেরই ব্যক্তি বা সমর্থক হতে পারে, তাঁকে চিহ্নিত করে এই সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হবে না।সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে যে সমস্ত অসহায় কৃষক বন্ধুরা ধান ক্ষেত করেছে অথচ পাখা ধান কাটার সামর্থ্য নেই'তাঁদের পাশে দাঁড়াবে যুব মোর্চা।

বিগত দিনে কৃষকদের কি অবস্থান ছিল, আজকের দিনে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে,গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি কৃষক বন্ধুদের একাউন্টে সরাসরি ২০০০ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন।তিনি বলেন আগামী দিনেও এধরনের কর্মসূচি আরো বৃহৎ আকারে করার চেষ্টা করবে কদমতলা কর্তি মন্ডল যুব মোর্চা।

“দায়িত্ব থেকে পালাই না, দলের নির্দেশেই কাজ করব”, শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রিত্বের জল্পনা উড়িয়ে দিলেন

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর কর্ণাটক সরকার তার পাঁচ বছরের মেয়াদের অর্ধেক পথ অতিক্রম করতে চলেছে এমন সময় উপমুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বাড়তে থাকা জল্পনা প্রত্যাখ্যান করলেন। সমর্থকদের “পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী” স্লোগানের মধ্যে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, দলের সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শিবকুমার বলেন, “আমি দায়িত্ব থেকে পালাই না। যতদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাকে চায়, ততদিন কাজ করে যাব।” প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, তাঁর লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নয়, বরং দলকে শক্তিশালী করা এবং সভাপতি পদে থেকে উদাহরণ স্থাপন করা। তিনি জানান, তাঁর কার্যকালে ১০০টি দলীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন।

শিবকুমার আরও বলেন, মে ২০২৩-এ উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময় তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন, তবে মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী তাঁকে দায়িত্বে থাকার নির্দেশ দেন। তাঁর কথায়, “কেউ স্থায়ী নয়। সুযোগ সবার পাওয়া উচিত। তবে নেতৃত্বের প্রথম সারিতে থাকব এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখব।”

গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়।

ধর্মনগরে 'সোনচিরাইয়া সিটি লাইভলিহুড সেন্টার'-এর শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ নভেম্বর: ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে শুক্রবার, ২০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কালিবাড়ি রোডে নবনির্মিত 'সোনচিরাইয়া সিটি লাইভলিহুড সেন্টার'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পি.পি.এল. দারলং, ধর্মনগর পুর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও মহকুমাশাসক দেবযানী চৌধুরী, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি দাস সেনসহ একাধিক কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় নতুন এই কেন্দ্রটির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক বলেন, এই লাইভলিহুড সেন্টার ধর্মনগরের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) জন্য জীবিকা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিনে এসএইচজি গ্রুপের মহিলারা তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেলেও বিক্রয় বাড়ানোর জন্য একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন ছিল। নতুন এই সেন্টারের মাধ্যমে তাদের পণ্য আরও বেশি ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নগরবাসীর বিশ্বাস, সোনচিরাইয়া সিটি লাইভলিহুড সেন্টারের উদ্বোধনের ফলে স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এসএইচজি গ্রুপগুলোর আর্থসামাজিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কৃষকদের বিভিন্ন লাভজনক চাষের দিকে মনোযোগী হতে হবে: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কৃষকদের বিভিন্ন লাভজনক চাষের দিকে মনোযোগী হতে হবে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে তেমনি বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে কৃষির উপর দু”দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। সম্মেলনের বিষয়বস্তু হচ্ছে ”টেকসই পাহাড়ি চাষের জন্য প্রচেষ্টা: ভবিষ্যতের জীবিকা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা”।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী বলেন, মানব সভ্যতা টিকে থাকার প্রশ্নেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই কৃষকদের এই দুটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তিনি আই.সি.এ.আর-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার কৃষকদের সমাজের পরম বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, রাজ্যে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য আজ বহির্বিশ্বেও সমাদৃত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আই.সি.এ.আর.-এর এন.ই.এইচ. অঞ্চলের পরিচালক উইলিয়াম ড. সমরেশ হাজারিকা, ত্রিপুরা টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর ড. আর. কে. সাহা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর ড. শ্যামল দাস, এ.এ.ইউ. জোরহাটের প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. কে.এম. বুজারবোরা, আই.সি.এ.আর.-এর নয়াদিল্লির প্রাক্তন ডি.জি.জি. প্রমুখ।

বালুর নিচে চাপা

● প্রথম পাতার পর

পিতা রাজু দেববর্মা। বাড়ি মানিক চন্দ্র পাড়া কল্যাণপুর! -কে তড়িঘড়ি কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকরা আশঙ্কা জনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কল্যাণপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় গোটা কল্যাণপুর এলাকা জুড়ে ইতি মধ্যেই শোকের আবহ বিরাজ করছে।

আগরতলা-শিলচরগামী

● প্রথম পাতার পর

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও অবৈধভাবে রেললাইন পারাপার অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এর ফলে মূল্যবান প্রাণহানি ঘটে। ভারতীয় রেল অ্যাক্ট অনুযায়ী অনুমোদনহীনভাবে রেললাইন পার হওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকায় রেল ক্রসিং গেইট নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তারা দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানতে নারাজ। এই এলাকার রেল ক্রসিংটি স্থানীয়দের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, তাই এই এলাকায় একটি বৈধ ক্রসিং লাইন নির্মাণের দাবী জানানো হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই।

শরিকি সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

এলাকাই উত্তেজনায় থমথমে। সাধারণ মানুষের আতঙ্ক যে কোনও মুহূর্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষ আরও বাড়তে পারে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নজরদারি ও নিরাপত্তা বাড়িয়েছে।

এদিকে বুধবার গভীররাতে খুমলুঙে বোমা ফাটানোকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনভর। বুধবার গভীররাতে দুখিয়া কোবরা এলাকার একটি দোকানের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা আচমকা বোমা ফাটিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের শব্দে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, স্থানীয়রা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন।। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকার এমডিসি গণেশ দেববর্মা সরাসরি বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তিনি আরও দাবি করেন, 'মানুষের বাড়িঘর থেকে ছাগল-শুকর চুরি করে খায় বিজেপি দল'।

খবর পেয়ে রাধাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

দোকান মালিকের দাবি, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন। তারপরেও উনার দোকানের সামনে এধরনের ঘটনার উদ্দেশ্য নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। যদিও স্থানীয় মথা কর্মীদের অভিযোগের তীর বিজেপির বিরুদ্ধে।

এদিকে গতকালও টাকারজলা বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ে আক্রমন চালানো হয়। অভিযোগ, বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ে তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা হঠাৎই চড়াও হয়। শুরু হয় ভাঙচুর। বিজেপির বিভিন্ন নেতার ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়, নষ্ট করা হয় আসবাবপত্রও। উত্তেজনা বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। অভিযোগ, দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে কয়েকজন একটি মেয়েকে যৌন নিগ্রহের পরিকল্পনা করেছিল। তবে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর ফলে বড় কোনও বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ঘটনার পর মণ্ডল কার্যালয়ে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপি প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা-সহ রাজ্য বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা। মণ্ডল নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলেন, ক্ষয়ক্ষতি দেখেন এবং পরে এসপি ও স্থানীয় থানার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গোটা খুমলুঙে পুলিশি টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৈরি রয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি শাসক ও শরিক দলের এই কোন্দলের জেরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শরিকের ও শাসকের মধ্যে রাজনৈতিক ফাটল বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং ও ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আই বি বি এফ অনুমোদিত ত্রিপুরার একমাত্র সংস্থা ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের (টিবিএফএ) উদ্যোগে আগামী ১ ডিসেম্বর রাজ্যভিত্তিক বডি বিল্ডিং ও ফিটন্যাস চ্যাম্পিয়নশীপ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এর লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবারের আসরে তারকা হিসেবে আসছেন তরকা ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স নিতিন চন্দিলা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের (১ নম্বর হল-এ) অনুষ্ঠিত হবে আসর। দেড় লক্ষ টাকার প্রাইজমানি রয়েছে আসরে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ১৭০ জন বডি বিল্ডার এই আসরে অংশ নেবে। এই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশন সভাপতি তনয় দাস। মোট চারটি বিভাগে বিভিন্ন বয়স ক্যাটাগরিতে হবে লড়াই। আসরের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, উদ্বোধক ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, বিশেষ অতিথি রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, আইবিবিএফ-এর সভাপতি স্বামী রমেশ কুমার, সম্পাদক চেতন মনোহর পাঠারে, পদ্ম শ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কমর্কার, সম্মানিত তারকা অতিথি নিতিন চান্ডিলা, রেলওয়ে স্পোর্টস বোর্ডের শান্তনু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, মণিপুর বডি বিল্ডিং-এর সভাপতি রতন সিং উপস্থিত থাকবেন। এই আসর থেকে জাতীয় আসরের জন্য রাজ্যদলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট : জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় এগিয়ে চলো সংঘের। হারিয়েছে জিবি প্লে সেন্টারকে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে এগিয়ে চলো সংঘ সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। খেলা টি সি এ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের। পঞ্চায়েত মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আপন মালাকার সর্বাধিক চল্লিশ রান পায়। এগিয়ে চলো সংঘের অর্ণব দেববর্মা ২৭ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, রজত সাহা ও প্রীতম সরকার পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ৩৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে বিপ্র চক্রবর্তীর ৫৫ রান এবং অর্ণব দেববর্মার ৪৩ রান দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অর্ণব পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারিয়ে দশমীঘাটের কো: ফাইনালে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার। হারিয়েছে ৫ উইকেট এর ব্যবধানে তরুণ সংঘকে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। দশমী ঘাটের পক্ষে এটি লীগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচ ছিল। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাক কোচিং সেন্টারের কাছে আট উইকেটে এবং এনএসআরসিসি-র কাছে ৩৪ রানে পরাজিত হলেও পরবর্তী ৬টি ম্যাচে টানা জয়ের সুবাদে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার সরাসরি কোয়াটার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৯.৩ ওভারে ১২৮ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শুভ্রজিত সাহা সর্বাধিক ২৬ রান পায়। দশমী ঘাটের সৌম্যদীপ দাস তিনটি উইকেট তুলে নেয় ২২ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, জয়ন্ত সাহা ও শঙ্কর দাস পেয়েছে দুটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার ২৯.৩ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে রিতমন দাস সর্বাধিক ৪২ রান পায়। তাছাড়া জয়ন্ত সাহার ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে সৌম্যদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দু'বার বল মেরে আউট ব্যাটার, বিরল ঘটনা রনজিতে, 'গলি ক্রিকেটে'র সঙ্গে তুলনা অশ্বিনের

ক্যাচ নয়, বোল্ড নয়, স্টাম্প কিংবা এলবিডব্লিউ-ও নয়। তবুও ব্যাটার ফিরে গেলেন সাজঘরে। আউট হয়ে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। এমনই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে রনজি ট্রফিতে। মেঘালয় বনাম মণিপুর ম্যাচে এমন 'বিরল' আউট নিয়ে জোর চর্চা চলছে। আর একে 'গলি ক্রিকেটে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

কে এমন 'উদ্ভট' আউটের শিকার? উত্তর হল লাম্বাম অজয় সিং। ২৬ বছরের মণিপুরের এই ক্রিকেটারকে দু'বার ব্যাট দিয়ে বল মারার 'অপরাধে' আউট দেওয়া হয়। অজয় আরিয়ান বোরার একটি ডেলিভারি প্রথমে ডিফেন্স করেন তিনি। কিন্তু বলটি স্টাম্পের দিকে চলে যাচ্ছিল। আউট হওয়ার ভয়ে ঠিক সেই সময় ব্যাট দিয়ে বল রুখে দেন অজয়। এরপর অবশ্য কোনওরকম দ্বিধা ছাড়া মণিপুর ব্যাটারকে আউট দেন আম্পায়ার। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল? মাঠে উপস্থিত দর্শকরা এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে জানাচ্ছেন, আম্পায়ার ধর্মেশ ভরদ্বাজের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদও জানাননি কেউই। দু'বার হিট দ্য বলের পর আউট হয়ে সাজঘরের পথে হাঁটা লাগান অজয় সিংও। এমন ঘটনায় অবাক হয়েছেন অশ্বিন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে তিনি মজা করে লেখেন, "গলি ক্রিকেটে আমাকেও একবার এভাবে আউট দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ডিফেন্স করেছিলাম। তারপর আউট হওয়ার ভয়ে ফের ব্যাট দিয়ে বল মারি। সেই সময় সবাই তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে আমি 'আউট' বলে।"

এমসিসি'র আইন ৩৪.১.১ অনুসারে, একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আম্পায়ার। নিয়ম হল, বল স্ট্যাম্পে লাগার আগে কোনও ব্যাটার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাট দিয়ে বলের গতিপথ আটকান, তাহলে তাঁকে আউট দেওয়া হতে পারে। যদিও রনজিতে এভাবে আউট হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২০০৫-০৬ মরশুমে জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক ধ্রুব মহাজন এমনই আউটের শিকার হয়েছিলেন। ১৯৯৮-৯৯ সালে তামিলনাড়ুর আনন্দ জর্জ, ১৯৮৬-৮৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের শাহিদ পারভেজ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কে কে বাভান্নাও দু'বার হিট দ্য বল আউট হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্টে সম্ভবত শুভমনকে পাবে না ভারত, দলের সঙ্গে গুয়াহাটি গেলেও খেলতে পারবেন না অধিনায়ক, নেতৃত্ব দেবেন পন্থ

আশঙ্কাই সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে। গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে সম্ভবত খেলতে পারবেন না শুভমন গিল। বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ঘাড়ের ব্যথা কমলেও এখনও খেলার মতো জায়গায় নেই শুভমন। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। শুভমন না খেলায় গুয়াহাটিতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' একটি রিপোর্টে এই খবর জানিয়েছে।

ইডেন টেস্ট চলাকালীন ঘাড়ে ব্যথা পেয়েছিলেন শুভমন। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছিল, ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে ওঠার পরেই শুভমন ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করেন। তার জন্য তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। তাতেও লাভ হয়নি। ব্যাট করতে নামার আগেও তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। নিজের তৃতীয় বলে সাইমন হারমারকে স্লগ সুইপ মারতে গিয়ে ঘাড়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছিল শুভমনের। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে চলে এসেছিলেন ফিজিয়ো। পরীক্ষা করার পর শুভমনকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাত্র তিন বল ফ্রিজে ছিলেন শুভমন। সমস্যা এতটাই যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছিলেন না তিনি। মেরুদণ্ডেও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল।

হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর এমআরআই হয়েছিল শুভমনের। সেখানেও ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এক বছর আগে এমনই একটি চোট পেয়েছিলেন শুভমন। তখনও এমআরআই করানো হয়েছিল। তখনকার এবং এখনকার এমআরআই-এর ফলাফলের মধ্যে মিল রয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল শুভমনকে। টিম হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

শুভমন গুয়াহাটি যাবেন কি না তা নিয়েও সংশয় ছিল। অবশেষে সেই সংশয় মেটায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বুধবার দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে শুভমনের স্বাস্থ্য নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বোর্ড। তারা জানিয়েছে, ইডেনে দ্বিতীয় দিনের খেলাশেষে শুভমনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরের দিনই তিনি ছাড়া পান। যে চিকিৎসা তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতে ভাল ভাবেই সাড়া দিয়েছেন শুভমন। তাই ১৯ নভেম্বর দলের সঙ্গেই তিনি গুয়াহাটি যাবেন।

বুধবার দুপুরে গুয়াহাটি উড়ে যান ভারত অধিনায়ক। 'রেভস্পোর্টজ' জানিয়েছে, বাকি দল একসঙ্গে বাসে করে বিমানবন্দরে গেলেও শুভমন একটি আলাদা গাড়িতে সেখানে পৌঁছোন। তাঁর সঙ্গে ফিজিয়ো ছিলেন। বিমানবন্দরে শুভমনের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নেক কলার পরেই বিমানবন্দরে ঢুকছেন তিনি। পিছন ফিরে কাউকে দেখতে হলে পুরো শরীর ঘোরাতে হচ্ছে তাঁকে। বোঝা যাচ্ছে, এখনও ঘাড় ঘোরাতে সমস্যা হচ্ছে ভারত অধিনায়কের। তবে সেই অবস্থাতেই গুয়াহাটি গিয়েছেন শুভমন। তার পরেই জানা গেল, দলের সঙ্গে গেলেও খেলতে নামবেন না তিনি।

ছোটদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সূচি ঘোষিত, এক গ্রুপে ভারত, পাকিস্তানকে রাখল না জয় শাহের আইসিসি

আগামী বছর বড়দের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই হয়ে যাবে ছোটদের এক দিনের বিশ্বকাপ। বুধবার সেই প্রতিযোগিতার সূচি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। আগামী বছরের শুরুতেই হবে প্রতিযোগিতা। চলবে ২৩ দিন ধরে। তবে চমক এটাই যে, ভারত ও পাকিস্তান এক গ্রুপে নেই।

২০০৮ সাল থেকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আইসিসি বা এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রতিযোগিতায় দুই দলকে এক গ্রুপে রাখা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। যাতে অন্তত এক বার ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। গত কয়েক বছরে তা আরও বেড়েছে। চলতি বছর এশিয়া কাপে তিন বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। কিন্তু ছোটদের বিশ্বকাপে সেই পথে হাঁটল না জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি। ভারত এ গ্রুপে রয়েছে। পাকিস্তান বি গ্রুপে। অর্থাৎ, নক আউট ছাড়া দু'দলের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১৫ জানুয়ারি শুরু হবে ছোটদের বিশ্বকাপ। ফাইনাল ৬ ফেব্রুয়ারি। তার পরেই শুরু বড়দের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২৩ দিন ধরে মোট ৪১টি ম্যাচ হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ১৬ দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দল। নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে হবে সব খেলা। জিম্বাবোয়ের হারারের দু'টি মাঠ ও বুলাওয়ায়োর মাঠে খেলা হবে। নামিবিয়ারও দু'টি মাঠে হবে খেলা। এ বারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলবে তানজানিয়া। জাপানের এটি দ্বিতীয় বার। এর আগে ২০২০ সালে খেলেছিল তারা।

১৫ জানুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নামছে ভারত। প্রতিপক্ষ আমেরিকা। ১৭ জানুয়ারি ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচও ভারতের। ২৪ জানুয়ারি নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। চারটি গ্রুপের সেরা তিনটি দল যাবে দু'টি সুপার সিক্স গ্রুপে। অর্থাৎ, দু'টি গ্রুপে ছ'টি করে দল থাকবে। তাদের মধ্যে খেলা হবে। তার পর সেখান থেকে দু'টি গ্রুপের সেরা দুই দল সেমিফাইনালে উঠবে। তার পর হবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য রিজার্ভ দিন রাখা হয়েছে।বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস:গ্রুপ এ ভারত, বাংলাদেশ, আমেরিকা ও নিউ জিল্যান্ড।গ্রুপ বি জিম্বাবোয়ে, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। গ্রুপ সি অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জাপান ও শ্রীলঙ্কা।গ্রুপ ডি তানজানিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

আইএসএল নিয়ে জট কাটছে না কিছুতেই

এত লোভ কিসের? সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে প্রশ্ন করল সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি। তাদের মতে, ফেডারেশন যদি লোভ না কমায়, তা হলে আইএসএল আয়োজন করার জন্য কোনও সংস্থাই এগিয়ে আসবে না।

ফেডারেশন আগামী ১৫ বছরের জন্য আইএসএল বিক্রি করতে চেয়ে যে দরপত্র আহ্বান করেছিল, তাতে একটিও বিড জমা পড়েনি। এর ফলে ভারতীয় ফুটবলের এক নম্বর লিগের ভবিষ্যৎ এখন অথৈ জলে। আইএসএলের জন্য কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা আগ্রহ না দেখানোয় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।কেন একটিও দরপত্র জমা পড়েনি, তা নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। সেখানেই ফেডারেশনকে লোভী বলা হয়েছে।

ওই কমিটি ফেডারেশনের সমালোচনা করে বলেছে, তারা যে শর্তগুলি রেখেছে, তা দরদাতাদের জন্য 'বাণিজ্যিকভাবে অকার্যকর'। সেখানে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

প্রাথমিক দরপত্র ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণগুলি:

উচ্চ আর্থিক দাবি: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি বছরে ৩৭.৫ কোটি টাকা দেওয়া এবং অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির বোঝা অনেক বেশি বলে মনে করেছে।অতিরিক্ত মিনিমাম গ্যারান্টি: সম্ভাব্য বিডারদের বেশিরভাগকেই পিছিয়ে দিয়েছে। কমিটি বলেছে, মিনিমাম গ্যারান্টির অঙ্ক না কমালে কোনও বিনিয়োগকারী আসবে না।

নিয়ন্ত্রণের অভাব: দরদাতারা নিরুৎসাহিত হয়েছিল কারণ প্রস্তাবিত মডেল অনুসারে ফেডারেশনের হাতে সম্পূর্ণ পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু সমস্ত আর্থিক ঝুঁকি অংশীদারকে বহন করতে হবে। অংশীদারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রায় থাকবেই না।

সাংবিধানিক সমস্যা: ফেডারেশনের নতুন সংবিধানে প্রোমশন ও অবনমন-সহ অন্যান্য নতুন নীতিগুলির বাস্তবায়ন আগ্রহী পক্ষগুলির জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে মডার্নকে পর্যুদস্ত করে চাম্পামুড়া শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার। হারিয়েছে মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। টিসিএ আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় চাম্পামুড়া ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ১৪৯ রানের বড় ব্যবধানে মডার্ন প্লে সেন্টারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। মডার্ন কোচিং সেন্টার আজ প্রচন্ড ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রত্নদীপ সূত্রধরের ৫৬ রান, রাজদীপ দে-র ৪৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মডার্ন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিপ্রজিৎ রুদ্রপাল ৩৪ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নামলে মডার্নের ব্যাটার্সরা প্রচন্ড ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগে। এমন কি ২৬.২ ওভার খেলে মাত্র ৩০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দীপাঞ্জন দত্ত একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ছয় রানের বিনিময়ে। এছাড়া, মানিষ্ক দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট দুই রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে দীপাঞ্জন দত্ত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট : মৌচাককে হারিয়ে শেষ আটের পথ প্রশস্ত এগিয়ে চলো সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভাইটাল ম্যাচে জয়ে ফিরেছে এগিয়ে চলো সংঘ। খেলা সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। হারিয়েছে মৌচাক কোচিং সেন্টার কে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে এগিয়ে চলো সংঘ কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে নিজেদের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় এডি নগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধেএগিয়ে চলো সংঘের ম্যাচটি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। শেষ আটে খেলার লক্ষ্যে এই ম্যাচের ফলাফলের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। সীমিত ৫০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মৈয়াঙ্ক দাসের ৮৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মৈয়াঙ্ক ১৫৪ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৮ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মৌচাক প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সরা যথেষ্ট লড়াকু ভূমিকা পালন করলেও ৪৮ ওভার খেলে ১৭৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে শুভদীপ সরকার এর ৭৯ রান এবং অক্ষিত দেবনাথ এর ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। এগিয়ে চলো সংঘের মৈয়াঙ্ক দাস, অর্চিত ভৌমিক ও দ্বীকবিজয় মজুমদার প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে মৈয়াঙ্ক পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিশ্বকাপ জিততেই পর পর বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব! দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না হরমনপ্রীত, দর বাড়ল তিন গুণ

ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর এ দেশে মহিলাদের ক্রিকেট নিয়ে নতুন উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। আগ্রহের কেন্দ্রে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ফাইনালে নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ ধরে দেশকে ট্রফি দিয়েছিলেন তিনি। সেই হরমনপ্রীত এখন এত বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব পাচ্ছেন যে দম ফেলারই সময় নেই।

শোনা গিয়েছে, হরমনপ্রীতের কাছে একের পর এক সংস্থার প্রস্তাব আসছে। রোজই কেউ না কেউ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হচ্ছেন। তার কিছু প্রস্তাবে হরমনপ্রীত রাজি হচ্ছেন, কিছু প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন। লোভনীয় অর্থের হাতছানিও রয়েছে ভারতের অধিনায়কের কাছে।

হরমনের ম্যানেজার নুপুর কাশ্যপ সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "বিশ্বকাপের আগে ৮-১০টা সংস্থার হয়ে প্রচার করত হরমনপ্রীত। বিশ্বকাপের পর ওর বাজারদর এবং বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংস্থাও হরমনকে নিজেদের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে। এ রকম প্রস্তাব এসেছে ওর কাছে। ফলে আরও বেশি মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাচ্ছে হরমনপ্রীতের মুখ।"

২০১৭-এ ফাইনালে ওঠার পর থেকেই ভারতে মহিলা ক্রিকেটারদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। আট বছর পর ট্রফি জয় সেটাকেই নিয়ে গিয়েছে অন্য উচ্চতায়। কাশ্যপ বলেছেন, "একজন ক্রীড়াবিদের ম্যানেজার হিসাবে আমি দেখেছি, বিশ্বকাপ জেতার পর মহিলাদের ক্রিকেটে অনেক বেশি আগ্রহ এবং বিনিয়োগ হচ্ছে। সংস্থার হয়ে প্রচার, ক্রিকেটারদের চাহিদা এবং স্বীকৃতি সবই এক লাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। আগে প্রচারের মধ্যে বৈচিত্র ছিল। এখন মানসিকতা অনেকটাই বদলে গিয়েছে।"

আগে সংস্থাগুলি মহিলা ক্রিকেটারদের শারীরিক উপস্থিতি তুলে ধরতে চাইত। এখন সেটাও বদলেছে বলে জানিয়েছেন কাশ্যপ। তাঁর কথায়, "অনেক সংস্থা চাইছে ক্রিকেটারেরা তাদের হয়ে সমতা, শক্তি এবং অনুপ্রেরণামূলক বার্তা প্রচার করুক। মহিলা ক্রিকেটারদের শক্তিশালী, দক্ষ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। এর ফলে মহিলাদের ক্রিকেটেরই শুধু নয়, ভারতের সমস্ত খেলাধুলোতেই মহিলাদের নিয়ে একটা বদল আসছে।'

শততম ম্যাচে শতরান, নজির গড়লেন বাংলাদেশের মুশফিকুর, ছুঁলেন ১০ ব্যাটারকে

শততম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম দিনের খেলা শেষে অপরাজিত ছিলেন ৯৯ রানে। বৃহস্পতিবার সকালেই এক রান করে ফেললেন মুশফিকুর রহিম। শততম টেস্টে শতরান করার নজির গড়লেন বাংলাদেশের ব্যাটার। আরও ১০ জন ব্যাটারের এই নজির রয়েছে। তবে বাংলাদেশের হয়ে এই নজির একা মুশফিকুরেরই। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঢাকায় টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ। প্রথম তিনটি বল ধরে খেলেন মুশফিকুর। এর পর জর্ডান নিলের চতুর্থ বলে এক রান নিয়ে নজির গড়েন মুশফিকুর। সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্টেডিয়ামের সমর্থকেরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে মুশফিকুরকে সম্মান জানান। তবে শতরানের পর বেশি ক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি তিনি। ম্যাথু হামফ্রেসের বলে অ্যান্ডি বলবির্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরে যান। তাঁর ২১৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংসে রয়েছে পাঁচটি চার।বিশ্বের ১১তম ব্যাটার হিসাবে শততম ম্যাচে শতরান করেছেন মুশফিকুর। প্রথম বার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে। ১৯৬৮-তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এজবাস্টনে শততম ম্যাচে শতরান করেন। এর পর ১৯৮৯-এ লাহোরে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ এই কাজ করে দেখান। পরের বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ একই কাজ করেন। পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ১০ বছর। ২০০০-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আলেক্স স্টুয়ার্ট শততম ম্যাচে শতরান করেন। রিকি পন্টিং অবশ্য বাকিদের থেকে এগিয়ে। তিনি শততম ম্যাচে দুই ইনিংসেই শতরান করেছেন।

এবার পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে করমর্দন হরভজনের, 'বোর্ডের নীতি' উপেক্ষা করে বিতর্কে আপ সাংসদ

পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম করমর্দন করা যাবে না। অঘোষিত নীতি ভারতীয় বোর্ডের। সেই নীতি উপেক্ষা করে এবার পাকিস্তান ক্রিকেটারের সঙ্গে করমর্দন করলেন হরভজন সিং। যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক। বলে রাখা দরকার, ক্রিকেটার হওয়ার পাশাপাশি হরভজন সিংয়ের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি আম আদমি পার্টির সাংসদ এবং কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমালোচক।জাতীয় দলের জার্সি থেকে সেই কবেই অবসর নিয়েছেন হরভজন। আইপিএলেও খেলেন না। তবে অবসরপ্রাপ্তদের লিগে খেলতে দেখা যায় তারকা স্পিনারকে। এখন অবশ্য তিনি আবু ধাবি টি-১০ লিগের মতো পেশাদার লিগে খেলছেন। সেখানে আসপিন স্ট্যালিয়ন্সের অধিনায়ক ভাজ্জি। বুধবার নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে হারে ভাজ্জির দল। হারের পরই পাকিস্তানের বোলার শাহনওয়াজ দাহানির সঙ্গে করমর্দন করেন হরভজন। সেই মুহূর্তে ছবি এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যা নিয়ে জোর বিতর্ক।হ্যান্ডশেক বিতর্কে বিদ্ধ ছিল বড়দের এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের একটিতেও করমর্দন করেনি ভারতীয় দল। এরপর মহিলাদের বিশ্বকাপেও একই রাস্তায় হেঁটেছিল ভারতীয় মহিলা দল। যুব এশিয়া কাপেও একই ছবি দেখা যায়। সেখানেই পাক প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করেনি টিম ইন্ডিয়া।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য দপ্তর নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: মাছচাষ খুবই লাভজনক। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ জম্পুইজলা মহকুমার বুখুরুই কমিউনিটি হলে মহকুমার নতুন মৎস্য জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মাছের চাহিদা বেশি। প্রায় ৯৮ শতাংশ ত্রিপুরাবাসী মাছ খান। তবে চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম হওয়ায় বহিরাজ্য থেকে কিছু মাছ আমদানি করতে হয়। তিনি বলেন, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য দপ্তর নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে মাছচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করার জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে মৎস্য সহায়তা যোজনায় বছরে ৬ হাজার টাকা করে চাষিদের আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। সরকার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় মাছচাষের জন্য নতুন জলাশয় ও পুকুর সংস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য করে আসছে। বিভিন্ন স্বসহায়ক দল এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই মাছচাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, জম্পুইজলা বি.এ.সি.-র ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই, মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, সমাজসেবী অর্জুন দেববর্মা প্রমুখ। মহকুমায় এই মৎস্য জ্ঞানার্জন কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

চেন্নাইগামী বিমান থামিয়ে সাব্রুমের ওষুধ ব্যবসায়ীকে তুলে নিল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। চেন্নাইগামী বিমান থেকে সাব্রুমের ওষুধ ব্যবসায়ী অভিজিৎ দেকে হঠাৎ নামিয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে ঘটে এই নাটকীয় ঘটনা।

সাব্রুমের বাসিন্দা মুরারি দেবনাথ ও তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই নিয়ে যাচ্ছিলেন অভিজিৎ দে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দম্পতির চিকিৎসাজনিত কাজে তিনি সহযোগিতা করে আসছেন। মঙ্গলবার আগরতলা বিমানবন্দর থেকে তারা প্রথমে কলকাতায় পৌঁছান এবং সেখান থেকে রাতের ফ্লাইটে চেন্নাই যাওয়ার কথা ছিল।

কলকাতা বিমানবন্দরে চেন্নাইগামী বিমানে ওঠার পর বিমান ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ বিমানকর্মীরা অভিজিৎ দেকে বাইরে ডেকে পাঠান। বাইরে এসে তিনি দেখতে পান, কয়েকজন সিবিআই আধিকারিক তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। পরে বিধাননগর সিবিআই ব্রাঞ্চের আধিকারিকগণ তাকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তবে কোন অভিযোগ বা তদন্তের প্রেক্ষিতে অভিজিৎ দেকে আটক করা হয়েছেতা এখনও সরকারি ভাবে জানানো হয়নি।

অন্যদিকে, সূত্রের খবর অনুযায়ী, অভিজিৎ দের বিরুদ্ধে অবৈধ নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। সেই সূত্রেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই তলব করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই সাব্রুমে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলিকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে ঃ সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে এগোতে হবে। আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ৭২তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে বহু প্যাকস ও ল্যাম্পসকে কম্পিউটার সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছে। এখন তাদের দায়িত্ব এই সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিজেদের মনের দিক থেকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হতে না পারলে কোনও সংস্থা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। সমিতিগুলিকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বৈচিত্র্য আনতে হবে। অন্যান্য সফল সমবায় মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের পরিকল্পনা উন্নত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ বলেন, প্যাকস ও ল্যাম্পস যেই চালান না কেন, প্রত্যেককে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিকল্পিত উদ্যোগ ও পরিশ্রমই এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রকৃত সফলতা নিশ্চিত করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের কনভেনার ডি.সি.এম. রাজীব দত্ত।

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গত ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দুই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ফল ও মিষ্টি বিতরণ, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিকর্তার পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে গতকাল স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ প্রথমে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহের পরিস্থিতি, ওষুধের মজুত এবং হাসপাতালের সামগ্রিক পরিকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন। এছাড়াও হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা এবং অপারেশন থিয়েটার সহ বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং রোগী ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়াও এদিন পরিদর্শনকালে নতুন ওপিডি কমপ্লেক্স ভবনে ওপিডি পরিষেবা স্থানান্তর করার প্রক্রিয়ানিয়ে পর্যালোচনা করেন। এরপর পুরোনো আইপিডি ভবন, হাসপাতালের রান্নাঘর, মর্গ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কোয়ার্টার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং সামগ্রিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার মান যাচাই করেন।

পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাজেশ দাস, পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সদস্যদের উপস্থিতিতে একগুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিদর্শনের সময় উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ নিয়ে বিস্তারিত মত বিনিময় করেন। উক্ত সভায় স্বাস্থ্যকর্মীসহ ফিল্ড স্টাফদের পরিষেবা প্রদান বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে তুলে ধরা হয়। এই পরিদর্শনের বিষয় নিয়েস্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে গুণমান সম্পন্ন চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে এই ধরনের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে। সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রোগী পরিষেবা উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা সহ পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ নির্মল সরকার, স্বাস্থ্য অধিকারের হেড অফ অফিস এবংউপ অধিকর্তা (ডেন্টাল) ডাঃ রাজেশ অনিল আচার্য্য, সিপাহীজলা জেলারমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস দাসএবং সিপাহীজলা জেলার জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ দীপ কুমার দেববর্মা সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

তিপ্রামথার দলীয় কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ

আগরতলা, ২০ নভেম্বর: বুধবার গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় জিরানীয়াখলা এলাকার তিপ্রা মথার পার্টি অফিস। স্থানীয় নেতৃত্বদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এই নাশকতামূলক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। রাতের অন্ধকারে আচমকা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে পার্টি অফিসটি। আগুনের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দলীয় কার্‍্যালয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছান এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিপ্রা মথার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বিধায়িকা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে শাসক দল এবং শরিক তিপ্রা মথার মধ্যে কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা, হামলা-প্রতিহামলার অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনার পিছনেও সেই রাজনৈতিক সংঘাতের ছায়া রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দক্ষিণ জেলা রেডক্রস সোসাইটি ব্রাঞ্চ অফিসের নতুন কক্ষের উদ্বোধন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ নভেম্বর: অন্যান্য সামাজিক সংস্থার মত রেডক্রস সোসাইটিও বিভিন্ন সময়ে সমাজের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকে। রক্তদান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে সেবা মূলক কাজে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছে। তাদের সামাজিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন উপসিত অতিথিরা তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের দ্বিতল ভবনে দক্ষিণ জেলা রেডক্রস সোসাইটি ব্রাঞ্চ অফিসের কক্ষ উদ্বোধন হয়। ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে নতুন অফিস কক্ষটির দ্বার উদঘাটন করেন উপস্থিত অতিথিগন।

অনুষ্ঠান শেষে সংসার পক্ষ থেকে রক্তদান ও হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরন করেন সংস্থার পক্ষ থেকে। রেডক্রস সোসাইটি দক্ষিণ জেলা ব্রাঞ্চ অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, রেডক্রস সোসাইটির ষ্টেট চ্যায়ারম্যান বিমল কান্তি রায় সহ অন্যান্যরা অতিথিগন।

টিআরটিসির অব্যবস্থাপনায় ক্ষোভ বাড়ছে, কৈলাসহরে বন্ধ বাস পরিষেবা

আগরতলা, ২০ নভেম্বর: টিআরটিসির চরম অব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে কৈলাসহরে জনমনে ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৮ সালে নির্মিত কৈলাসহর টিআরটিসি অফিস ভবনটি গত ৩৭ বছরে একদিনও সংস্কার না হওয়ায় আজ কার্‍্যত জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভবনের দেয়াল ভেঙে পড়ছে, চারপাশ জুড়ে আগাছার জঙ্গলযা সরকারি সম্পত্তির প্রতি চরম উদাসীনতার পরিচায়ক।

এদিকে গত বারো দিন ধরে কৈলাসহর—ধর্মনগর রুটে এবং সাত দিন ধরে কৈলাসহর---কুমারঘাট স্টেশন রুটে টিআরটিসি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। ফলে সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। যেখানে ভাড়া ছিল মাত্র ৩০ টাকা, সেখানে এখন বেসরকারি গাড়িতে ৬০—৭০ টাকা গুনতে হচ্ছে।

অফিস প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে দুটি বাস, আর পিছনের দিকে আগাছায় ঢেকে রয়েছে আরও একটি বড় বাস, যা তিন---চার মাস ধরে অকেজো অবস্থায় আছে।

কুমারঘাট রুটের বাসটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং অতিরিক্ত তেল-মবিল খরচের কারণে চালকরা রাস্তায় নামতে অনীহা প্রকাশ করছেন। বড় বাসটিও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অফিস ইনচার্জ কৃষ্ণচরণ দেববর্মা দীর্ঘ ছুটিতে থাকার পর ফের চিকিৎসার জন্য বাইরেফলে তদারকির অভাব প্রকট। ইঞ্জিনিয়ার আগরতলায় গিয়ে মেরামতের কাগজপত্র জমা দিলেও বাস কবে মেরামত হবে তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট সময়সীমা নেই। যাত্রী রয়েছে, চাহিদা রয়েছেতবুও পরিষেবা নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নীরবতা ও টিআরটিসির নিষ্ক্রিয়তার কারণে বাস পরিষেবা ইচ্ছাকৃতভাবেই মৃতপ্রায় করে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সাধারণ মানুষের দাবিঅবিলম্বে রুটগুলিতে বাস পরিষেবা স্বাভাবিক করা হোক এবং টিআরটিসির ভিতরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হোক।

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ২৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত কৈলাসহরে, ছিলেন বিরোধী দলনেতা

কৈলাসহর, ২০ নভেম্বর: কুড়ি নভেম্বর বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কৈলাসহর বিভাগের দুইদিন ব্যাপী ২৩তম বিভাগীয় সম্মেলন সমাপ্তি হল বেলা বিকাল চারটায়। ঊনকোটি জেলার কৈলা শহরে বেলা বারোটায় গণমুক্তি পরিষদের সদস্যরা শহরে একটি মিছিল করে।

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ২৩তম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের সুনীতি বালা ভবন থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাধা চরণ দেববর্মা, সিপিআইএমের উত্তর জেলার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য বিশ্বরূপ গোস্বামীসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।মিছিল ঘুরে কৈলাসহর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সংগঠনের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা এবং গণঅধিকার রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতেই এদিনের এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান নেতৃত্ববৃন্দ।তারপরে সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কার্‍্যালয়ের নতুন হলঘরের সামনে শহীদ বেদীতে সম্মান জানিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাধা চরণ দেববর্মা, সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ আরও অনেকে। মোট ২০৫ জন প্রতিনিধি কৈলাসহরের বিভিন্ন এডিসি এলাকা থেকে এসে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।সম্মেলনে ২৫জনের কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্পাদক মোহন দেববর্মা এবং সভাপতি নির্বাচিত হন পাইচুক হালাম। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গোটা কৈলাসহর শহরকে বিভিন্ন ফ্ল্যাগ ফেস্টুন দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছিলো। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে।

বনদপ্তরের অভিযানে ১২০ ফুট চোরাই কাঠ উদ্ধার

আগরতলা, ২০ নভেম্বর: খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন লক্ষীনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকার খামারটিলা এলাকায় বন দপ্তরের বিশেষ অভিযানে এক বাড়ি থেকে বেআইনি মজুত করা ১২০ ফুট চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে একটি দল ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ মজুত থাকতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সব কাঠ জব্দ করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে আগামী দিনে আরও কঠোর অভিযান পরিচালনা করা হবে।

প্রবীণ সিপিআইএম নেতা জ্যোতিলাল দত্তর প্রয়াণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর: বামুটিয়া বিধানসভার প্রবীণ সিপিআইএম নেতা জ্যোতিলাল দত্ত সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম মোহনপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সিপিআইএম বামুটিয়া অঞ্চল কমিটির কালী বাজারস্থিত দলীয় কার্‍্যালয় প্রাঙ্গণে জ্যোতিলাল দত্ত স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২০ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা বিষয়ে আগরতলা মাণিক্য এনক্লেভে আজ এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভার উদ্যোক্তা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন। মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (স্টেটিস্টিকস) পি সঙ্গীত কুমার প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল, গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিভাস ভট্টাচার্য্য, টিএসইসিএল”র জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) গৌতম মুখ্যার্জী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার লিউ জোসেফ মারান্ডি। মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা বিষয়ে দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার এবছর ১ জুলাই প্রধনমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা অনুমোদন করেছে। এই যোজনার লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আগামী ২ বছরের মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহিত করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৯৪৪৬ কোটি টাকা। এই যোজনার সুবিধাগুলি এবছর ১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০২৭ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়া কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

দেওছড়ায় সিপিআইএম অঞ্চল সম্পাদকের সবজি ক্ষেত নষ্ট

বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আগরতলা, ২০ নভেম্বর : পানিসাগর মহকুমার দেওছড়া এলাকায় সিপিআইএম-এর অঞ্চল সম্পাদকের ব্যক্তিগত সবজি ক্ষেত নষ্ট করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত তাঁর কৃষিজমিতে প্রবেশ করে তছনছ চালায়। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক হিংসার জেরে সবজি ক্ষেত ধবংস করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম-এর অঞ্চল সম্পাদকের বলেন, আজ সকালে সবজিক্ষেতে গিয়ে দেখতে পান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা লাউ গাছ। অনেক জায়গায় গাছ মাটিসহ উপড়ে ফেলা হয়েছে। তিনি জানান, ফসল ফলাতে তিনমাস ধরে পরিশ্রম করেছি। প্রায় ২০ হাজার টাকার সবজি নষ্ট হয়ে গেল। এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত নাশকতা। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক উদ্দেশ্য থেকেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে সলিল চৌধুরী স্বর্ণাঞ্জলি

আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। কিংবদন্তি সঙ্গীতগুরু সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এক স্মারক স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করে, সহযোগিতায় আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি। সলিল চৌধুরী এক এমন নাম যা সোনার মতই অমূল্য। আর এই ‘স্বর্ণাঞ্জলি’ স্বর্ণমুদ্রা কিংবদন্তি সঙ্গীতগুরুর প্রতি এক দীপ্তিময় শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁর সুরের জাদু ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা যা প্রতিফলিত করে। এটি এক অমূল্য স্মারক, যা তাঁর প্রতিভার প্রতীক।

এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় এক অডিও-ভিজুয়াল প্রদর্শনের মাধ্যমে, যেখানে সলিল চৌধুরীর সমসাময়িক শিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও পরিচালকরা যেমন দ্বিজেন মুখার্জি থেকে গুলজার পর্যন্ত যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন ও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা হৃদয় উজাড় করে তাঁদের স্মৃতিচারণা ভাগ করে নেন। সাথে তন্ময় বোস থেকে শ্রীজাত আজকের প্রজন্মের তারকা ভক্তরাও শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন এই মহান শিল্পীর অতুলনীয় অবদান। এরপর সলিল চৌধুরীর মেয়ে অন্তরা চৌধুরী, শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য্য ও কল্যাণ সেন বরাট সলিল চৌধুরীর জীবন, সঙ্গীত ও দর্শনের নানা দিক তুলে ধরেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গেয়ে ওঠেন অর্থবহ গান।

শেষপর্যন্ত, ‘সলিল চৌধুরী স্বর্ণাঞ্জলি’ স্বর্ণমুদ্রা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন অন্তরা চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য্য ও কল্যাণ সেন বরাট তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা।

অন্তরা চৌধুরী বলেন, ‘আমার বাবার জন্মশতবর্ষে সলিল চৌধুরী স্বর্ণাঞ্জলি স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এই বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য ও আমাদের স্মারক প্রকল্পগুলোকে সার্বিকভাবে সমর্থন করার জন্য আমি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।”

শ্রীকান্ত আচার্য্য ও কল্যাণ সেন বরাট তাঁদের বক্তব্যে সলিল চৌধুরীর মহানত্ব, সঙ্গীতদর্শন ও অনন্যতা নিয়ে আবেগভরে কথা বলেন যা মুহূর্তেই অনুষ্ঠানে এক সোনালি স্মৃতিমেদুর পরিবেশ তৈরি করে।

শ্রীকান্ত আচার্য্য বলেন, “কিংবদন্তি শিল্পীর জন্মশতবর্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।”

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স -এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, “আমরা সবসময়ই ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যজগতের মহারথীদের সম্মান জানাতে গর্ব অনুভব করি। আমাদের ‘সর্বোত্তম সম্মান’-এর প্রাপকরা হলেন পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, ড. এল সুব্রহ্মণিয়ম, বিশ্বমোহন ভাট, পারভিন সুলতানা, উস্তাদ আমজাদ আলি খান ও উস্তাদ জাকির হুসেনের মতো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা।” তিনি আরও যোগ করেন, “উল্লেখযোগ্যভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেছিলাম আমরাই ২০০৮ সালে।”

অর্পিতা সাহা বলেন, “সলিল চৌধুরীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এক দীর্ঘ সম্পর্কের প্রতিফলন যা শুরু হয়েছিল সলিল চৌধুরী মেমোরিয়াল অনার্স’-এর মাধ্যমে, যার প্রথম প্রাপক ছিলেন ড. কে. জে. যেশুদাস, ২০১৬ সালে। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ভাবলাম, এই স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য কারণ তাঁর নামটি সত্যিই সোনার মত মূল্যবান।”শেষে ঘোষণা করা হয়, ‘সলিল চৌধুরী স্বর্ণাঞ্জলি’ স্বর্ণমুদ্রা-এর সীমিত সংস্করণ খুব শিগগিরই বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ হবে পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী সোনায় ঢাকা রুপোর মুদ্রাও পাওয়া যাবে, যতদিন স্টক থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas